শ্রীশ্রীলীলাতত্ত্বকুসুমাঞ্জলি

(শ্রীশ্রীরাগানুগাভক্তিতত্ত্বকুসুমাঞ্জলি)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবতস্বামী

প্রণীত

Vrindavan Das
Govind Kund, Vrindavan
Nityanand Baba Ashram

১৩৫২ সাল

মূল্য ১।০ মাত্র

প্রকাশক :—
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য,
শ্রীশ্রীগুরুকুল, রামসীতাপাড়া,
পোঃ—নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া।

মুদ্রাকর—শ্রীতেজেন্দ্রনাথ সরকার,
ক্লাসিক প্রেস,
২১ নং, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মেভ্যো নমো নমঃ

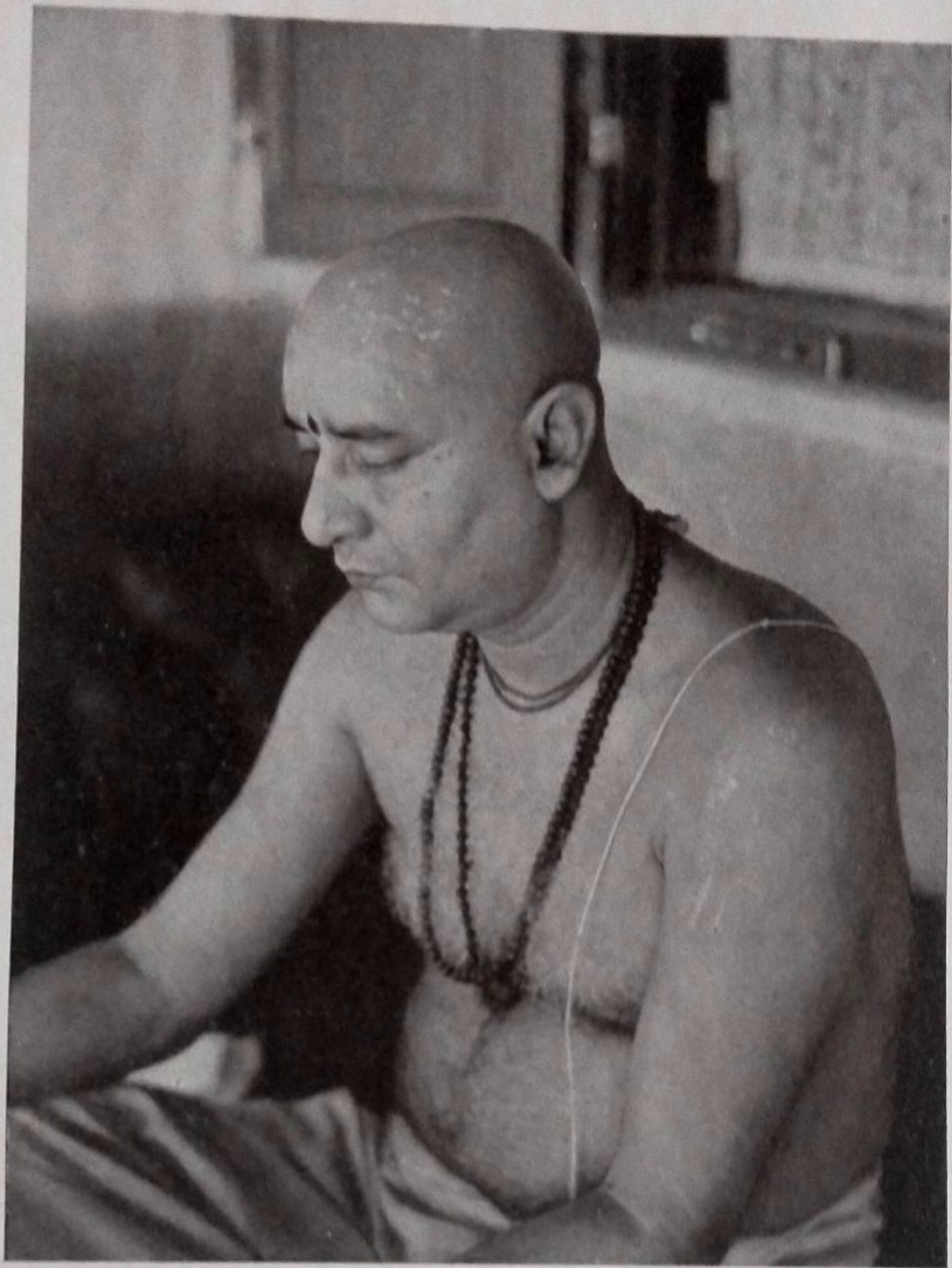
অস্মদীয় প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতস্বামী মহারাজ ইহার পূর্ব্বে "কৃপাকুসুমাঞ্জলি", "সাধনকুসুমাঞ্জলি", "শ্রীগুরুতত্ত্বকুসুমাঞ্জলি" ও "শ্রীগুরুবৈষ্ণবভক্তিকুসুমাঞ্জলি" নামক গ্রন্থ চতুষ্টয় প্রকটিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব জগতে এই দান অতুলনীয় ইহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। শ্রীশ্রীগুরুদেবের সর্ব্বশেষ দান এই শ্রীগ্রন্থ। তিনি নিজের গুরুতর অসুস্থতা উপেক্ষা করিয়াও এই শ্রীগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কোন প্রিয়জন বাধা দিলে বলিতেন "শ্রীমন্ মদন গোপাল জগৎকে যাহা দিবেন, আমার তাহা রোধ করিবার সাধ্য নাই।" এই শ্রীগ্রন্থের সর্ব্বাংশ স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেন নাই। অধিকাংশ স্থানেই নিজে বলিতেন, আর অস্মদীয় গুরুভ্রাত অর্চ্চনীয়পাদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র গোস্বামী বি এ মহোদয় লিপিবদ্ধ করিতেন। ক্রমশঃ নিত্যলীলা প্রবেশের জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হওয়াতে শ্রীগ্রন্থ আর সম্পূর্ণ হইল না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত টীকার মত এই শ্রীগ্রন্থও অসম্পূর্ণ। বিশেষতঃ লিখিত অংশের আর সংশোধন বা পরিবর্দ্ধন করা হয় নাই। শ্রীগ্রন্থের নাম সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে গ্রন্থের অনুশীলনে বুঝা যায় ইহার নাম শ্রীশ্রীরাগানুগাভক্তিতত্ত্বকুসুমাঞ্জলি হওয়া উচিত। কিন্তু গ্রন্থ লিখার সময় শুনিতাম যে উহা শ্রীশ্রীলীলাতত্ত্বকুসুমাঞ্জলি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কি অভিপ্রায় ছিল তাহা অবগত নহি। যাহা হউক আমরা উভয় নামই মুদ্রিত করিলাম।

গ্রন্থ প্রকাশে অনেকেই আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রদ্ধাশীল সদ্ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত এই শ্রীগ্রন্থ মুদ্রিত করিলাম। শ্রীবৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদই আমাদের একমাত্র কাম্য। নিবেদন ইতি—

ফাল্গুনী পূর্ণিমা,
১৩৫১ সাল।
শ্রীশ্রীগুরুকুঞ্জ, রামসীতা পাড়া,
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া।

ওঁ শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবতস্বামী
বিষ্ণুপাদানুগত
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য।



ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবতস্বামী

শ্রীশ্রীলীলাতত্ত্বকুসুমাঞ্জলি

(শ্রীশ্রীরাগানুগাভক্তিতত্ত্বকুসুমাঞ্জলি)

—::•::—

অধিকারী

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

"অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধা ভক্তি ইহা হইতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥"

"অন্যাভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি,
কায়মনে করিব ভজন॥"

শ্রীল গোস্বামি-শাস্ত্রমতে ইহাই শুদ্ধা ভক্তির সামান্য লক্ষণ। এই লক্ষণকে সামান্য বলিবার অভিপ্রায় এই,—কি বৈধী সাধনভক্তি, কি রাগানুগা সাধন-ভক্তি, কি বৈধীজাত, রাগানুগাজাত সাধ্য ভাবপ্রেমাদি ভক্তি, সর্ব্বত্রই এই লক্ষণের ব্যাপ্তি থাকিবে। এই শুদ্ধা ভক্তিতে ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা রহিত শ্রদ্ধাবান্ জন মাত্রই প্রকৃত অধিকারী হইতে পারেন। ভগবদ্ভক্তিতে বর্ণাশ্রমাদির অপেক্ষায় অধিকারিত্বের নির্ণয় নহে, শ্রদ্ধামাত্রই অধিকারিত্বের নির্ণায়ক। যে কোন ব্যক্তিই হউক না কেন, "সর্ব্বেঽধিকারিণোঽত্র," "শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধি-কারিতা," "জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্" ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যে বুঝা যায় যে, শুদ্ধা ভক্তিতে বিশ্বাসবান্ হইলেই, শুদ্ধভক্ত্যধিকারী হইতে পারেন। সৎসঙ্গ দ্বারা শাস্ত্রার্থা-

বধারণজনিত যে শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তিতে মনের দৃঢ়নিশ্চয়তা, সেই দৃঢ়নিশ্চয়তা হইতেই ভগবচ্ছ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গে রুচি উৎপন্ন হয়। তাদৃশ শ্রদ্ধাজাতরুচিবিশিষ্ট ব্যক্তি ভক্ত্যঙ্গ শ্রবণকীর্ত্তনাদির সাধনে রত হইলে তাঁহাকে সাধক বলা যায়। সাধন ভক্তি কাহাকে বলে? যে ভক্তি ইন্দ্রিয়ের প্রেরণারূপ ব্যাপার দ্বারা সাধ্য এবং ভগবৎপ্রীতিরূপ ফলকে সাধিত করে, তাহাকেই সাধন ভক্তি বলা যায়। যিনি ভগবৎপ্রীতি ফল প্রাপ্তির ইচ্ছায় ভগবচ্ছ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গে জাতবিশ্বাস, অর্থাৎ দৃঢ়নিশ্চয় সহকারে ইন্দ্রিয়ব্যাপার দ্বারা ভগবচ্ছ্রবণকীর্ত্তনাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানে রত থাকেন, তিনিই ভক্তিমার্গে সাধক। সুতরাং ভগবদ্ভক্তিতে ব্যক্তিমাত্রেরই সামান্যতঃ অধিকার থাকিলেও, ভক্তির সাধনে রত হইতে হইলে ভক্তিতে শ্রদ্ধালু অর্থাৎ ভক্তিশাস্ত্রার্থে বিশ্বাসী হওয়া চাই, নতুবা ভক্তিতে সামান্যতঃ অধিকারী হইলেও, সাধনে রত হওয়া যায় না। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তিসাধনে অধিকারিত্বের হেতু শ্রদ্ধা। "শ্রদ্ধা শব্দে কহি বিশ্বাস সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধ হয়॥"—ইহাই শ্রদ্ধার আকার। ভক্তিতে শ্রদ্ধাবশতঃ রুচি হইলেই সাধনে প্রবৃত্তির উদয় হয়, তখন ভক্তিসাধনে রত হওয়া যায়। সাধ্যসিদ্ধির নিমিত্ত ইন্দ্রিয়প্রেরণাত্মক ব্যাপার দ্বারা সাধিত ক্রিয়ার পুনঃপুনঃ অভ্যাস করার নামই সাধনে রত হওয়া। এই প্রকার ভক্তিসাধনরত ব্যক্তিই সাধক নাম ধারণ করেন। ভক্তিসাধনাধিকারীর ভক্তিশাস্ত্রার্থে শ্রদ্ধার তারতম্যে, অর্থাৎ প্রৌঢ়শ্রদ্ধা, মধ্যমশ্রদ্ধা, যৎকিঞ্চিদল্প শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার এই ত্রিবিধ তারতম্যে ভক্তিসাধনমার্গে উত্তমাধিকারী, মধ্যমাধিকারী, কনিষ্ঠাধিকারীভেদে ত্রিবিধ অধিকারী স্বীকার করা যায়। পাঠকগণ ইহার শাস্ত্রপ্রমাণানুসন্ধিৎসু হইলে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে প্রথমলহরী, এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ অনুসন্ধান করিবেন। অধিকারী নির্ণয়ে এতাবৎ যাহা বলা হইল তাহা বৈধী ভক্তি সাধন বিষয়ে অধিকারীর কথাই বলা হইল। "রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়। বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥" রসামৃতসিন্ধুতেও বলিয়াছেন, "যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে। শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তি রুচ্যতে॥" অর্থাৎ অনুরাগবিহীনতা কিম্বা অনুরাগে রুচিবিহীনতা হেতু কেবলমাত্র শাস্ত্রের শাসনবাক্যরূপ আজ্ঞার বলে যে শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিতে প্রবৃত্তি উপজাত হয়, সেই শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিকেই বৈধী ভক্তি বলা যায়। যেখানে ভক্তিতে শাস্ত্রের

শাসন মাত্রই প্রবৃত্তির জনক, শাস্ত্রের শাসনে বিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রই সেই ভক্তিতে অধিকারী, সুতরাং ইহাই অধিকার্যাধিকারীর বিষয়-বিষয়ী সম্বন্ধ। তাই শ্রদ্ধাই বৈধী ভক্তিতে অধিকারিত্বের একমাত্র হেতু বলা হইয়াছে। শ্রদ্ধা শব্দের সামান্য অর্থ এখানে শাস্ত্রার্থবিশ্বাসরূপই। শ্রদ্ধা, বৈধীভক্তি সাধনে অধিকারিত্বের হেতু হইলেও, ভক্তিস্বরূপের অঙ্গ নহে, অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন, অর্চ্চন, স্মরণ ইত্যাদি যেমন ভক্তির স্বরূপতঃ এক একটি অঙ্গ, এই প্রকার শাস্ত্রের অর্থে বিশ্বাস করাও ভক্তির একটি অঙ্গ, এরূপ নহে। অথবা যে শ্রবণকীর্ত্তনাদিকে ভক্তি বলা যায়, সেই শ্রবণাদির অঙ্গ শ্রদ্ধা নহে, অর্থাৎ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট শ্রবণই ভক্তি, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট কীর্ত্তনই ভক্তি, এইরূপে শ্রদ্ধা শ্রবণকীর্ত্তনাদির অঙ্গীভূত নহে। শুদ্ধ শ্রবণ, শুদ্ধ কীর্ত্তন, শুদ্ধ স্মরণ ইত্যাদিই ভক্তি। শ্রদ্ধা না থাকিলেও, অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত না হইলেও শ্রবণ কীর্ত্তনাদির ভক্তিস্বরূপতার হানি হয় না। সুতরাং শ্রদ্ধা ভক্তির স্বরূপগত বিশেষণ বা অঙ্গ নহে। তবে যিনি ভক্তির সাধন করিবেন তাঁহার যদি শাস্ত্র শাসন দ্বারাই ভক্তিসাধনে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা তাদৃশ সাধনাধিকারী ব্যক্তিরই বিশেষণ হইবে। তাৎপর্য্যার্থ এই, শাস্ত্রার্থ বিশ্বাস বিশিষ্ট ব্যক্তি ভক্তিসাধনে অধিকারী। ভক্তির স্বরূপে শ্রদ্ধার অপেক্ষা নাই, বৈধী ভক্তির সাধনে সাধকের শ্রদ্ধার অপেক্ষা আছে। তাই শাস্ত্রে ভক্ত্যধিকারীকে উদ্দেশ্য করিয়া "আদৌ শ্রদ্ধা" ইত্যাদি সাধনক্রম বলা হইয়াছে।

অতঃপর রাগানুগা ভক্তিসাধনে অধিকারী নির্ণয় করা যাইতেছে, যথা,—

"রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্॥"

ভগবন্নিত্যলীলাপরিকর মাত্রেরই রাগাত্মিকা ভক্তি। তাঁহাদের ভগবদ্‌-বিষয়ক ভক্তি স্বতঃই রাগরূপা। ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধান নিত্যপরিকরদিগের রাগভক্তিকে গৌণ রাগাত্মিকা বলা যায়। আর ভগবন্মাধুর্য্যজ্ঞানপ্রধান নিত্য-পরিকরদিগের ভক্তিকে মুখ্য রাগাত্মিকা বলা যায়। ইহাকে শুদ্ধরাগাত্মিকা ভক্তিও বলা যায়। শ্রীভগবানের ব্রজলীলার নিত্যপরিকরবর্গই মুখ্য রাগাত্মিকা-ভক্তিনিষ্ঠ। মুখ্যরাগাত্মিকাভক্তিনিষ্ঠ নন্দযশোদাদি পিতৃবর্গ, শ্রীদামাদি সখা বর্গ, রক্তকপত্রকাদি দাসবর্গ, এবং শ্রীরাধা-ললিতাদি কান্তাবর্গের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক শুদ্ধ-রাগময়ী ভক্তির যে ভাব, সেই ভাব প্রাপ্তির নিমিত্ত যে ব্যক্তি লুব্ধ হয়েন,

তিনি শুদ্ধ রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগামিনী শুদ্ধ রাগানুগানাম্নী সাধন ভক্তির সাধনে অধিকারী। "তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধ" ইহা দ্বারা দেখান হইল যে ব্রজবাসিপরিকরদিগের ভাবলিপ্সু ব্যক্তিমাত্রই শুদ্ধ রাগানুগা ভক্তিসাধনে অধিকারী। ইহাতে কোন বর্ণাশ্রমাদির অপেক্ষা নাই। "শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা।"

পূর্ব্বে বৈধীভক্ত্যধিকারী নির্ণয়ে বলা হইয়াছে—যিনি ভক্তিশাস্ত্রের শাসন-বাক্যে শ্রদ্ধাবান, তিনিই বৈধী ভক্তিসাধনে অধিকারী, আর এখানে বলা হইতেছে যিনি নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরদিগের শুদ্ধ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবসমূহের মধ্যে কোন ভাব প্রাপ্তির নিমিত্ত লুব্ধ, তিনি রাগানুগা ভক্তিসাধনে অধিকারী। বৈধী ভক্তিসাধনে শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসীই অধিকারী এবং সে স্থলে শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসই অধিকারিত্বে হেতু। আর রাগানুগা ভক্তিসাধনে ভাবলুব্ধ ব্যক্তিই অধিকারী, এবং সে স্থলে ভাব প্রাপ্তির প্রতি লোভই অধিকারিত্বের হেতু। ইহার দ্বারা বৈধী রাগানুগা ভক্তিসাধনে অধিকারিত্বে হেতুর ভেদ দেখান হইল।

"তত্তদ্ভাবলুব্ধ" ব্যক্তিই অধিকারী। কিন্তু লোভোৎপত্তির প্রকার কি? শ্রীপাদগোস্বামী লোভোৎপত্তির লক্ষণ বলিতেছেন,—"তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে। নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥" সেই সেই স্বতঃ শুদ্ধ রাগময় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাব বিশিষ্ট ব্রজবাসিদিগের ভাব ক্রিয়াদির যে মাধুর্য্য অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক নিজ নিজ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরভাব এবং সেই সেই ভাবোচিত কৃষ্ণসেবাময় গুণক্রিয়াময় লীলা পরি-পাটী প্রভৃতির যে মাধুর্য্য, শ্রীমদ্ভাগবতাদি সিদ্ধশাস্ত্রশ্রবণদ্বারা সেই মাধুর্য্য অনুভূত হইলে, যখন বুদ্ধিবৃত্তি শাস্ত্রের শাসন বাক্য এবং যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া, সেই মাধুর্য্য বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই লোভোৎপত্তির লক্ষণ। পূর্ব্বে বৈধী-ভক্তি সাধনে অধিকারিত্বের হেতু যে শাস্ত্রার্থ বিশ্বাস বলা হইয়াছে তাহার আকার হইল যথা,—"কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়," "ভক্ত্যা সর্ব্বং ভবিষ্যতি" ইত্যাদি শাস্ত্রশাসন প্রবর্ত্তিত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। আর রাগানুগা ভক্তি সাধনে অধিকারিত্বের হেতু লোভ বলা হইয়াছে; তাহার আকার হইল এই যে,—শাস্ত্রের শাসন বাক্য এবং যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া আমি এইরূপ ভাব কবে

পাইব এই প্রকার অভিলাষাত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তি, অর্থাৎ শাস্ত্রযুক্তি নিরপেক্ষ ভাব মাধুর্য্য প্রাপ্ত্যভিলাষাত্মিকা বুদ্ধি। ইহাই বৈধী ভক্তি এবং রাগানুগা ভক্তিসাধনে অধিকারিত্বের হেতুর প্রকার ভেদ।

বৈধী ভক্তিসাধনে অধিকারী ব্যক্তি ভগবদৈশ্বর্য্য-জ্ঞান-প্রধান। শাসনে শাসিত বুদ্ধিবৃত্তি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমূলকই হয়, অর্থাৎ মূলে ঐশ্বর্য্য প্রভুতা জ্ঞান না থাকিলে কাহারও শাসনে কেহ শাসিত হয় না। সুতরাং শাস্ত্র ভগবানের প্রভুতাকেই পুরঃসরী করিয়া শাসনের দ্বারা ভক্তিতে প্রবর্ত্তিত করায় বলিয়া বৈধী ভক্তির অধিকারী ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধান হয় এবং তাহার ভক্তি সাধন ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান হয়। আর রাগানুগা ভক্তিসাধনে অধিকারী ব্যক্তি ভগবন্মাধুর্য্যজ্ঞান-প্রধান, রুচ্যাত্মিকা বা অভিলাষাত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তি মাধুর্য্যানুভাবমূলকই হয়। সুতরাং তাহার ভক্তিসাধনও মাধুর্য্যজ্ঞানপ্রধান হয়। ইহাতেও বৈধী ভক্তি এবং তাহার সাধনাধিকারীর, আর রাগানুগা ভক্তি এবং তাহার সাধনাধিকারীর অধিকার্য্যাধিকারীর বিষয় বিষয়ী ভাব সম্বন্ধের ভেদ দেখান হইল।

বৈধী ভক্তিসাধনে অধিকারিত্বের হেতু শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা, এবং রাগানুগা ভক্তিসাধনে অধিকারিত্বের হেতু ব্রজপরিকরের ভাবে লোভ, এই যাহা বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য বিচার করিলে দেখা যায় বৈধী-ভক্তি-সাধকের শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসই সাধনক্রমের আদিকার হয়। এই শ্রদ্ধা হইতেই সাধনে প্রবৃত্ত হইবার উপযোগী সম্ভ্রম ও গৌরবাদি ক্রোড়ীকৃত যৎকিঞ্চিৎ রুচি উৎপন্ন হইয়া শ্রদ্ধার সহিত মিলিত হয়। এস্থলে রুচি গৌণরূপে থাকে, শ্রদ্ধাই পুরোবর্ত্তিনী এবং প্রধানা হইয়া সম্ভ্রমগৌরবাদিগর্ভা রুচির দ্বার দিয়া ভক্তিতে প্রবৃত্তি উৎপন্ন করায়। আর রাগানুগা ভক্তিসাধকের নিত্যলীলার পরিকর ভক্তের ভাবমাধুর্য্যের প্রতি লোভ অর্থাৎ রুচিই সাধনের আদিকার হয়। শুদ্ধ মাধুর্য্যজ্ঞানগর্ভা এই রুচি হইতেই সাধনে সুদৃঢ়তম শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়া রুচির (লোভের) সহিত মিলিত হয়; এ স্থলে শ্রদ্ধা গৌণী হইয়া থাকে, রুচিই পুরোবর্ত্তিনী এবং প্রধানা হইয়া শ্রদ্ধার দ্বার দিয়া ভক্তিতে প্রবৃত্তি উৎপন্ন করায়। শুদ্ধ রাগানুগা ভক্তিসাধনে রুচি (লোভ) হইতে যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রশাসনজনিত শ্রদ্ধা হইতে যৎকিঞ্চিৎ ভিন্নাকার হয়। শুদ্ধ মাধুর্য্য-

 তাহা "ফলাবশ্যকসর্ব্বোত্তমসাধনত্বেন ন প্রতীতিঃ" রূপ রুচি হইতে যে শ্রদ্ধা তাহা শ্রদ্ধাই বুঝিতে হইবে।

রাগানুগা ভক্তিসাধনে অধিকারিত্বের নির্ণয়ে "নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ" যাহা বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্যার্থ এই,—লোভের উৎপত্তিকালে শাস্ত্রশাসন বা যুক্তির অপেক্ষা থাকে না। যে স্থলে কোন কার্য্যে প্রবৃত্তির প্রতি স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগ, অথবা অনুরাগের অনুকরণে (অনুগমনে) রুচি, হেতু হয়, সে স্থলে শাস্ত্রশাসন বা যুক্তি অকিঞ্চিৎকর। যে স্থলে কোনও কার্য্যে স্বাভাবিক অনুরাগ বা অনুরাগানুগামিনী রুচি নাই, সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি লওয়াইতে শাস্ত্রাদির শাসন এবং যুক্তির প্রয়োজন হয়। তাই লীলাপরিকরগণের স্বতঃসিদ্ধ প্রেমময় তৃষ্ণাত্মক রাগভক্তির অনুগত তৃষ্ণার অনুকরণে তৃষ্ণাত্মক লোভই রাগানুগা ভক্তিতে প্রবৃত্তির প্রতি হেতু হয়। শাস্ত্রশাসন এস্থলে হেতু নয়। কোন ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা কোন বস্তুতে লোভ করিতেছে, এই প্রকার হয় না। লোভনীয় বস্তু প্রাপ্তিতে নিজের যোগ্যাযোগ্য বিচার থাকে না, কিন্তু লোভনীয় বস্তু দৃষ্ট বা শ্রুত হইলে স্বতঃই লোভ উৎপন্ন হয়। স্বতঃ লোভই যে স্থলে প্রবৃত্তি জন্মাইতেছে, শাসন বাক্য বা যুক্তি সে স্থলে আর কি প্রবৃত্তি জন্মাইবে? বরং শাসন প্রবর্ত্তিত প্রবৃত্তি হইতে লোভ প্রবর্ত্তিত প্রবৃত্তি অতি বলীয়সী। ইহার রহস্য অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ভক্তিতে শাসনময় প্রবৃত্তি দ্বারা বিধিময় ভক্তিসাধনে সাধকের শ্রীভগবানে যে প্রকার চিত্তের আবেশ হয়, তাহা লোভময় প্রবৃত্তি দ্বারা ভাবময় রাগানুগাভক্তিসাধনে সাধকের চিত্তাবেশের অপেক্ষা জাতিতে এবং পরিমাণে অত্যন্ত ন্যূন। সুতরাং বৈধী ভক্তির অধিকারী অপেক্ষা রাগানুগা ভক্তির অধিকারীর উৎকর্ষ সূচিত হইল। ভক্তিতে শাস্ত্রশাসনে যে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহা ভয় সম্ভ্রম গৌরব জনক ভগবদৈশ্বর্য্য জ্ঞানানুবন্ধিনী জাতিমতী প্রবৃত্তি, আর লীলা-পরিকর ভক্তের শুদ্ধরাগাত্মিকা ভক্তির ভাবে যে লুব্ধতামূলক প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহা ভয়সম্ভ্রম গৌরবাদি শূন্য শুদ্ধপ্রীতিজনক ভগবন্মাধুর্য্য জ্ঞানানুবন্ধিনী জাতিমতী প্রবৃত্তি।

শাস্ত্র শাসন দ্বারাই যে ভক্তিতে প্রবৃত্তি তাহা বৈধী ভক্তি। তাদৃশ বৈধী ভক্তিসাধনে সিদ্ধ হইলে সাধকের প্রাপ্ত সাক্ষাদ্‌ভগবৎসেবোপযোগিপার্ষদদেহে রাগভক্তি প্রাপ্ত হইলেও তাহা বৈধীমিশ্ররাগভক্তি, শুদ্ধ রাগভক্তি নহে। আর

শাস্ত্র যুক্তি নিরপেক্ষ শুদ্ধরুচি প্রবর্ত্তিত রাগানুগা ভক্তিসাধনে সিদ্ধ হইলে, সাধকের প্রাপ্ত সাক্ষাদ্‌ভগবৎসেবোপযোগিপার্ষদদেহে শুদ্ধ রাগভক্তিই লাভ হয়।

শ্রীপাদগোস্বামিবর্গের মতে ব্রজবাসিজনের ভাবে লুব্ধ হইয়া তাঁহাদের ভাবের যথাযোগ্য অনুকরণে যাঁহারা ভক্তিসাধন করেন তাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট-জাতীয় সাধক। তন্মধ্যে যাঁহারা শ্রীব্রজদেবী গোপসুন্দরীদিগের কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তিবিশেষের ভাবের অনুকরণে কামানুগা ভক্তির সাধন করেন, তাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্টতর সাধক।

ব্রজদেবীদিগের কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগত তৃষ্ণাপ্রবর্ত্তিত কামরূপানুগামিনী রাগানুগা ভক্তি দ্বিবিধা। কামপ্রায়ানুগা আর কামানুগা। শ্রীগোস্বামী মতে তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী মুখ্য কামানুগা ভক্তি সাধনই সর্ব্বোত্তমোত্তম সাধন। এই দ্বিবিধ কামানুগা ভক্তির সাধনে অধিকারী নির্ণয়েও, "তদ্ভাবা-কাঙ্ক্ষিণো যে স্যুস্তেষু সাধনতানয়োঃ," এই বাক্যেও তদ্‌ভাবে আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ লোভই অধিকারিত্বের হেতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"কৃষ্ণতদ্‌ভক্তকারুণ্যমাত্রলভ্যৈকহেতুকা" অর্থাৎ বৈধী ভক্তিমার্গে কুত্রচিৎ ভগবানে কর্ম্মাদি সমর্পণ দ্বারাও প্রবেশ সম্ভব হইলেও রাগানুগা ভক্তিসাধনে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং তাদৃশ অনুরাগী তদ্ভক্তের করুণা ভিন্ন প্রবেশ লাভ হয় না। তার মধ্যে ভক্তকৃপাহেতুক লোভ দ্বিবিধ, প্রাক্তন লোভ আর আধু-নিক লোভ। পূর্ব্বজন্মে লব্ধ তাদৃশ অনুরাগী কৃষ্ণভক্তের কৃপোত্থলোভ প্রাক্তন লোভ, আর এতজ্জন্মাবধি তাদৃশ ভক্ত কৃপোত্থলোভ আধুনিক লোভ। যদি কাহারও পূর্ব্বজন্মসিদ্ধ ভক্তকৃপোত্থ লোভ প্রকাশ পায় তাহা হইলে লোভের অনন্তর অর্থাৎ প্রথমেই লোভ প্রকাশ পাইয়া পশ্চাৎ তাদৃশ শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ণ হয়; আর আধুনিক লোভ স্থলে প্রথমতঃ শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ণ, তদনন্তর লোভের প্রবৃত্তি হয়।

লোভোৎপত্তিতে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা না থাকিলেও পরিকর নিষ্ঠ ভাব মাধুর্য্যের শ্রবণের দ্বারা তদ্ভাবপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্বাভাবিক লোভোৎপত্তির অন্তে তাদৃশ লোভবান্ ভক্তের লোভনীয় সেই ভাব প্রাপ্তির উপায়ীভূত যে সাধন, সেই সাধন কি? তাহার স্বরূপ কি? তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য কি? এই প্রকার সাধন বিষয়ে জানিবার ইচ্ছা জাত হইলে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা অবশ্যই আছে। শাস্ত্রবিধির

দ্বারাই এবং শাস্ত্রপ্রতিপাদিত যুক্তির দ্বারাই সেই লোভনীয় ভাবপ্রাপ্তির উপায়ীভূত সাধন প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং সাধন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া সাধন করিতে হইলে শাস্ত্রবিধি এবং শাস্ত্রীয় যুক্তি ভিন্ন তাহা সম্ভব হয় না।

তাদৃশ লোভবান্ রাগানুগাভক্তিসাধনাধিকারী ব্যক্তির রাগানুগা ভজন করিবার ইচ্ছারূপ প্রবৃত্তির উদয় হইলে তদ্ভাবপ্রাপ্তির উপায়ীভূত সাধন সম্বন্ধে কোন কোন স্থলে শ্রীগুরুমুখ হইতে, কোথাও কোথাও বা অভিজ্ঞ তাদৃশ অনুরাগী মহোত্তম ভক্ত মুখ হইতে শ্রবণপূর্ব্বক অভিজ্ঞতা লাভ হয়। কোথাও কোথাও বা ভক্তি দ্বারা পরিমার্জ্জিত শুদ্ধ চিত্ত বৃত্তিতে সাধন স্বতঃই স্ফুরিত হয়। এই প্রকার শ্রীগুরু মুখ হইতে বা তাদৃশ ভক্ত মুখ হইতে সাধন জ্ঞান লাভ হইলে বা চিত্তবৃত্তিতে সাধন স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইলে উল্লাসপূর্ণ সাতিশয় প্রবৃত্তিও প্রকাশ পায় এবং ঐ লোভই রাগমার্গাবলম্বী ভক্তের গুরুপাদাশ্রয়রূপ ভক্ত্যঙ্গের প্রথম সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া নিজাভীষ্ট সপ্রেমভগবৎসাক্ষাৎকার প্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত, শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তি দ্বারা সাধকের চিত্ত যে পরিমাণে প্রতিদিন শুদ্ধ হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই প্রতিদিন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেই থাকে!

শাস্ত্রশাসন হেতু বৈধী ভক্তিতে প্রবৃত্তি আর ভাবের প্রতি লোভ হেতু রাগানুগা ভক্তিতে প্রবৃত্তি বলা হইয়াছে। এই স্থলে প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ সুনিশ্চয়া চিকীর্ষা অর্থাৎ ভক্তি করিবার সুনিশ্চয়া ইচ্ছা।

বৈধী ভক্তির্ভবেৎ শাস্ত্রং ভক্তৌ চেৎ স্যাৎ প্রবর্ত্তকম্।
রাগানুগা স্যাৎ চেদ্ভক্তৌ লোভ এব প্রবর্ত্তকঃ॥
ভক্তৌ প্রবৃত্তিরত্র স্যাত্তচ্চিকীর্ষা সুনিশ্চয়া।
শাস্ত্রাল্লোভাত্তচ্চিকীর্ষু স্যাতাং তদধিকারিণৌ॥

অর্থাৎ যদি ভক্তিতে শাস্ত্রই প্রবৃত্তির জনক হয় তাহা হইলে সেই ভক্তি বৈধী ভক্তি, আর যদি ভক্তিতে লোভই প্রবৃত্তির জনক হয় তাহা হইলে সেই ভক্তিই রাগানুগা হয়। এখানে ভক্তিতে যে প্রবৃত্তি হয় বলা হইয়াছে তাহা সুনিশ্চয়া চিকীর্ষাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ভক্তিসাধনানুষ্ঠানের ঐকান্তিকী ইচ্ছার নামই প্রবৃত্তি। শাস্ত্র শাসন হেতুক ভক্তিসাধনানুষ্ঠানে ঐকান্তিকীচ্ছু ব্যক্তি বৈধীভক্ত্যধিকারী, আর লোভহেতুক ভক্তিসাধনানুষ্ঠানে ঐকান্তিকীচ্ছু ব্যক্তি রাগানুগাভক্ত্যধিকারী।

বিষয়—সম্বন্ধ

"একমেবাদ্বিতীয়ম্", "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের স্বারস্য প্রতিপাদক "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্" এই ভাগবতবচনে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বই পরতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। এই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বই ভক্তি-শাস্ত্রের বিষয় তত্ত্বাচ্যবাচক সম্বন্ধ।

বৈষ্ণবমতে অদ্বয়জ্ঞান বলিতে সর্ব্বথা সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদ-শূন্য নির্ব্বিশেষ অদ্বয় নহে। বিশেষতঃ শ্রীপাদগোস্বামীদিগের মতে, স্বশক্ত্যেক-সহায়ত্ব হেতু সজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত জ্ঞানতত্ত্বই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব। তাদৃশ জ্ঞানতত্ত্বে :যে স্বগত ভেদ প্রতীতি আছে তাহা দূষ্য স্বগত ভেদ নহে। তাহাতে ভেদ প্রতীতি হইলেও উহা ঐ জ্ঞান তত্ত্বেরই স্বরূপের বিলাস বৈচিত্রী মাত্র, স্বরূপতঃ অভেদই। এই প্রকার স্বরূপতঃ অভেদেও স্বরূপশক্তির বিলাসবৈচিত্র্যে যাহা ভেদ প্রতীতি তাহাও পারমার্থিকী, তাহা মায়িকী বা ব্যবহারিকী মাত্র নহে। ইহা ঐ জ্ঞানতত্ত্বেরই অচিন্ত্য প্রভাব। তাই শ্রীলগোস্বামী মতে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। সামান্যরূপে সর্ব্বত্র সিদ্ধান্তে অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ স্বীকৃত হইলেও "বস্তুগত্যা" ন্যায়ে ভেদাভেদের প্রকারের বৈলক্ষণ্য আছে। সর্ব্বত্র একপ্রকার ভেদাভেদ নহে। ইহা গোস্বামিশাস্ত্রের অপূর্ব্ব চমৎকারকর সিদ্ধান্ত রহস্য। তথাপি যাঁহারা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপ পরতত্ত্বের স্বরূপে "স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা" বাক্য দৃষ্টে স্বগতভেদ শ্রবণ মাত্রই দোষগন্ধ অনুভব করেন, তাঁহাদিগের প্রবোধের নিমিত্ত মাধ্বগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ পাদ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে "ভেদা-ভাবে ভেদ প্রতিনিধি" রূপ "বিশেষ" স্বীকার করিয়া পরতত্ত্ব স্বরূপে স্বগত-দোষার্হ ভেদ খণ্ডন করিয়াছেন। বস্তুতঃ বলদেব বিদ্যাভূষণের স্বীকৃত "বিশেষ" পদার্থ শ্রীলগোস্বামী সিদ্ধান্তিত পরতত্ত্বের স্বরূপ শক্তির অচিন্ত্য বিলাসই। সুতরাং অচিন্ত্য শক্তিমৎ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বলিতে ভগবত্তত্ত্বই বুঝায়। ভগবান্, ভগবানের নাম রূপ গুণ লীলা ধাম নিত্য পার্ষদাদি, ভগবৎ স্বরূপান্তর্গত ভগ-বত্তারই বিলাস বৈচিত্র্য। এই সকলও ভগবচ্ছব্দ বাচ্য—"জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য-

বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥" বিষ্ণুপুরাণবাক্য

ভগবান্ বলিতে "স্বরূপভূত ভগবত্তাবিশিষ্ট পরমানন্দ স্বরূপ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বুঝায়। "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥" ইতি বিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যে ভগবত্তা ষড়্‌বিধা হইলেও সামান্যতঃ পরমৈশ্বর্য্যরূপা ভগবত্তা আর পরমমাধুর্য্যরূপা ভগবত্তা, এই দ্বিবিধ ভাবে গ্রহণ করা যায়। ঐশ্বর্য্য বলিতে প্রভুতা অর্থাৎ প্রভাবের দ্বারা বশী-কর্ত্তৃত্ব বুঝায়। এই ঐশ্বর্য্যরূপ ভগবত্তার অনুভব হইলে ভগবান্ হইতে মর্য্যাদা-সূচক ভয়সম্ভ্রমাদি উৎপন্ন হয়। মাধুর্য্য বলিতে রূপগুণলীলাদির সর্ব্বাবস্থায় চারুতা অর্থাৎ রূপগুণলীলাদিতে রুচিজনকতা বুঝায়। এই মাধুর্য্যরূপ ভগবত্তার অনুভব হইলে শ্রীভগবানে প্রেম জাত হয়। আর কেবল স্বরূপ অনুভবে স্বরূপানন্দমাত্রই লাভ হয়। ইহার মধ্যে মাধুর্য্যানুভব ভগবদৈশ্বর্য্যানুভব এবং কেবল স্বরূপানুভবের আবরক হয়, অর্থাৎ ভক্তের শ্রীভগবানে যে কালে মাধুর্য্যানুভব হইতে থাকে, সেইকালে ঐ মাধুর্য্যজ্ঞান ভগবানের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে এবং কেবল স্বরূপমাত্রজ্ঞানকে আবরণ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে পরম প্রীত্যাস্পদ-রূপে প্রতীতি করায়। সুতরাং উক্ত দ্বিবিধ ভগবত্তার মধ্যে মাধুর্য্যাত্মিকা ভগবত্তাই ভগবত্তার সার।

শ্রীলগোস্বামিপাদগণ শ্রীমদ্ভাগবতপ্রধান শাস্ত্র বিচার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে ভক্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্রের সাক্ষাৎ রূপে মহাবিষয় ভগবান্‌ই। ভক্তি ভগবত্তার মধ্যে উপজীবকোপজীব্য ভাব সম্বন্ধ আছে। তাই ভক্তিশাস্ত্র ভগবান্‌কে বিষয় করিয়া প্রবৃত্ত হয় বলিয়াই ভগবান্‌ই ভক্তিশাস্ত্রের সাক্ষাৎ রূপে মহাবিষয়। অনন্ত ভগবৎস্বরূপের মধ্যে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইত্যাদি শ্রীভাগবতবচনশত-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপই অনন্যাপেক্ষী স্বয়ং ভগবান্ নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। তার মধ্যে আবার ব্রজ-লীল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ ভক্তিশাস্ত্রের মুখ্যতম মহাবিষয়। যেহেতু পরম মাধুর্য্যময় ভগবত্তার সার ব্রজলীলাতেই প্রকট হইয়াছে, "মাধুর্য্য ভগবত্তা সার, ব্রজে কৈলা পরচার," সুতরাং ব্রজলীল শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শব্দের মুখ্যতমরূপে বাচ্য হয়েন। "অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-বস্তু ব্রজেন্দ্র-নন্দন।" ভক্তিভগবানেও বিষয়বিষয়ী ভাব সম্বন্ধকে ক্রোড়ী করতঃ ভক্তিশাস্ত্রের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং তদ্বাচ্যবাচক-লক্ষণ সম্বন্ধ নামক অনুবন্ধও সূচিত হইতেছে।

অভিধেয়

অভিধেয় বলিতে শাস্ত্রের পরতত্ত্বাদ্যপদেশের ইতিকর্ত্তব্যতারূপে যাহা বিধেয় তাহাকেই বুঝায়। ভক্তিশাস্ত্রে যে ভগবদাখ্য পরতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইতিকর্ত্তব্যতারূপ বিধেয় সপর্য্যায় অভিধেয় কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিতেছেন,—

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।"

প্রয়োজনবদধিকারী ব্যক্তির প্রয়োজনের বিভিন্নতায় প্রয়োজন-সাধক অভিধেয়ের জ্ঞান কর্ম্ম যোগাদিরূপে বিভিন্নতা থাকিলেও কৃষ্ণভক্তিই প্রধান অভিধেয়। কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজনবদধিকারী ব্যক্তির শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র অভিধেয় বলিয়া কথিত হয়। স্বর্গ মোক্ষাদি প্রয়োজনবদধিকারী ব্যক্তির পক্ষে রুচিভেদে তত্তৎ সাধক কর্ম্মজ্ঞানাদি অভিধেয়রূপে শাস্ত্রে কথিত হইলেও "যৎ কর্ম্মভি র্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দানধর্ম্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥ সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥" এই ভাগবতীয় বচনে তত্তৎ প্রয়োজনসমূহ ভগবদ্ভক্তি যোগ দ্বারা অনায়াসে লাভ হয় এই কথা বলায় জ্ঞানকর্ম্মাদির দ্বারা তত্তৎ প্রয়োজন সিদ্ধি অতিকষ্টেই হয়, সুতরাং কৃষ্ণভক্তিই তত্তৎ প্রয়োজনবদধিকারীর পক্ষেও শ্রেষ্ঠ অভিধেয়; সুতরাং শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি সুসঙ্গতই হইতেছে,—"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।" আরও বিশেষ কথা এই কর্ম্মজ্ঞানাদি স্বর্গাপবর্গাদি ফলদানে ভক্তির সাহায্য ভিন্ন স্বতঃ সক্ষম নহে। "ভক্তি মুখ নিরীক্ষক কর্ম্মযোগজ্ঞান।" সুতরাং সর্ব্বথাই কৃষ্ণভক্তি প্রধান অভিধেয়।

ভগবদ্ভক্তি শাস্ত্রে ভগবৎপ্রেম প্রয়োজনবদধিকারী ব্যক্তির প্রয়োজন সিদ্ধির উপায়ীভূত অভিধেয় শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তি। শুদ্ধা ভক্তি কেন ? এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়,—অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে যদি ভগবত্তার স্বীকৃতি না হয়, তাহা হইলে শুদ্ধা ভক্তির উপজীব্য থাকে না, শুদ্ধা ভক্তি নির্ব্বিষয়া হইয়া পড়ে। আবার যদি শুদ্ধা ভক্তি স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে ভগবন্নিষ্ঠ ভগবত্তানুভবরূপ পুরুষার্থের হানি হয়, সুতরাং পরম পুরুষার্থ ভগবন্নিষ্ঠ ভগবত্তানুভূতির সাধকতমা

শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তিই, জ্ঞানকর্ম্মাদি সাধন শুদ্ধ ভগবত্তানুভাবক নহে। তাই ভগবানের শুদ্ধ ভগবত্তানুভব প্রয়োজন সিদ্ধিতে একমাত্র সাধকতমা শুদ্ধা ভক্তিকেই ইতিকর্ত্তব্যতারূপ বিধেয় সপর্য্যায় অভিধেয় বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে নির্ণয় করা হইয়াছে।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি," শ্রীগীতা। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ," শ্রীভাগবত। সুতরাং গোস্বামিমতে পূর্ণতম স্বয়ং ভগবানের ভগবত্তার অনুভাবক যে ভক্তি তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম অভিধেয়।

ভগবত্তোপজীব্যা ভগবত্তানুভবপুরুষার্থসাধিকা শুদ্ধা ভাগবতী ভক্তি ভগবানেরই হ্লাদিনী শক্তির সারসমবেত সম্বিত শক্তির সাররূপা। ভগবানের ভগবত্তাকেই উপজীব্য করিয়া ভগবদ্ বিষয়িণী ভক্তি ভগবন্নিত্যলীলা পরিকর ভক্তরূপ অধিষ্ঠানে নিত্যই বিরাজমানা আছেন। ভগবত্তা জ্ঞান শক্তি বল ঐশ্বর্য্য বীর্য্য তেজঃ এই ষড়্‌বিধা হইলেও সামান্যতঃ দ্বিবিধা, ঐশ্বর্য্যাত্মিকা আর মাধুর্য্যাত্মিকা। ভগবত্তোপজীবিনী ভক্তিও দুই ধারায় দ্বিবিধ নিত্যপরিকর ভক্তনিষ্ঠা হইয়া প্রাপঞ্চিক সাধকভক্তে দ্বিবিধরূপেই আবির্ভূতা হয়েন। এক ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধানা, আর এক মাধুর্য্যজ্ঞানপ্রধানা। ভগবৎপ্রেমপরমপুরুষার্থবাদী বৈষ্ণব মতে, শুদ্ধপ্রীতিজনক মাধুর্য্যাত্মক ভগবত্তানুভবই পরম প্রয়োজন। শুদ্ধ মাধুর্য্যাত্মক ভগবত্তাসারের পূর্ণানুভব একমাত্র পূর্ণতম স্বয়ং ভগবদ্ ব্রজলীল শ্রীকৃষ্ণ বিষয়িণী শুদ্ধ মাধুর্য্য জ্ঞানপ্রধানা ভক্তি দ্বারাই লাভ হয়।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাত্মিকা ভগবত্তোপজীবিনী ভগবদ্‌বিষয়িণী ভক্তিকে বৈধী ভক্তি বলা যায়। আর মাধুর্য্যজ্ঞানাত্মিকা ভগবত্তোপজীবিনী ভগবদ্‌বিষয়িণী ভক্তিকে রাগাত্মিকা বলা যায়। যদিও শুদ্ধ পারমৈশ্বর্য্যময় পরব্যোম বৈকুণ্ঠলোকে নিত্য পরিকরদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও স্বাভাবিক প্রেমময়ী ভক্তি দেখা যায় এবং ভৌমদ্বারকাদি পারমৈশ্বর্য্য প্রধান ধামে নিত্য পরিকরদিগের ভগবদ্‌বিষয়িণী দাস্য সখ্য বাৎসল্য কান্তাভাবময়ী ভক্তিকে স্বাভাবিক রাগময়ীত্ব হেতু রাগাত্মিকা বলা যায়, তথাপি তাহা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধানত্ব হেতু বৈধীপ্রধান রাগাত্মিকা, শুদ্ধ রাগাত্মিকা নহে; উহাকে গৌণ রাগাত্মিকাও বলা হয়। বৈকুণ্ঠ পরব্যোমীয় শুদ্ধ পারমৈশ্বর্য্যময় ধামে নিত্য পরিকরনিষ্ঠ ভক্তি শুদ্ধ ঐশ্বর্য্যময়ী। সুতরাং শুদ্ধ পারমৈশ্বর্য্যময়ী, বৈধীপ্রধান রাগময়ী, আর

শুদ্ধ রাগময়ী, ভক্তি এই ত্রিবিধরূপে শ্রীভগবন্নিত্যপরিকরে নিত্য অবস্থান করিয়া প্রাপঞ্চিক ভক্তগণে সুরসরিদ্বৎ ত্রিবিধ ধারায় ন্যূন পরিমাণে আবির্ভূতা হইলে সাধনভক্তি নাম ধারণ করে। এই সাধন ভক্তিই ভক্তিশাস্ত্রে অভিধেয় পদবাচ্য। নিত্য সিদ্ধপরিকর নিষ্ঠ যে পূর্ণপ্রমাণা ভক্তি, তাহাকে সাধ্যভক্তি বলা যায়, সুতরাং তাহা অভিধেয় পদবাচ্য নহে।

সাধনভক্তি দ্বারা সাধকের ফলরূপ সাধ্য ভাবভক্তি এবং প্রেমভক্তি যাহা লাভ হয় তাহাও দ্বিবিধ; "মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তশ্চ কেবলশ্চেতি স দ্বিধা।" মাহাত্ম্য-জ্ঞানযুক্ত প্রেম আর কেবল অর্থাৎ মাধুর্য্য মাত্র জ্ঞানযুক্ত প্রেম এই প্রকার দ্বিবিধ। "মহিমজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্বিধিমার্গানুসারিণাং। রাগানুগাশ্রিতানান্ত প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ॥" বিধিমার্গানুসারে যাঁহারা ভক্তিসাধন করেন, সাধন সিদ্ধ হইলে তাঁহাদের যে প্রেম লাভ হয় তাহা মাহাত্ম্যজ্ঞান অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান যুক্ত প্রেম; আর যাঁহারা রাগানুগা সাধন ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সাধন করেন, তাঁহাদিগের সাধন সিদ্ধিদশায় যে প্রেম লাভ হয়, তাহা প্রায়শঃ মাধুর্য্যমাত্র জ্ঞান-যুক্ত প্রেম। এস্থলে প্রায়শঃ শব্দের তাৎপর্য্য এই,—রাগানুগা সাধন ভক্তিতেও বৈধী অংশ যুক্ত হইলে সাধ্যপ্রেমেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাংশ যুক্ত হয়, শুদ্ধ মাধুর্য্য মাত্র জ্ঞানযুক্ত প্রেম হয় না। সুতরাং শুদ্ধ মাধুর্য্যমাত্র জ্ঞানযুক্ত প্রেম পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায়ীভূত সাধন শুদ্ধ রাগানুগাভক্তিই শ্রীলগোস্বামিপাদ মতে মুখ্যতম অভিধেয়। এই পুস্তকে রাগানুগাভক্তি সাধনের কথাই মুখ্যরূপে বলিবার অভিপ্রায়। আনুষঙ্গিকরূপে বৈধী ভক্তি সাধনের কথাও সংক্ষেপে বলিতেছি। বৈধী ভক্তির সাধনে শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥" এই শ্লোকোপজীব্যে অস্মদুপজীব্যচরণ শ্রীরূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নামক গ্রন্থে ভক্ত্যঙ্গের চতুঃষষ্টি ভেদ দেখাইয়াছেন; শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছি।

"গুরুপাদাশ্রয়১, দীক্ষা২, গুরুর সেবন৩। সদ্ধর্ম্মশিক্ষাপৃচ্ছা৪, সাধুমার্গানুগমন৫॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ৬, কৃষ্ণতীর্থে বাস৭। যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ৮,
একাদশ্যুপবাস৯॥

ধাত্র্যশ্বথ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব পূজন১০। সেবা নামাপরাধাদি বিদূরে বর্জ্জন১১॥

অবৈষ্ণব সঙ্গ১২ বহুশিষ্য না করিব ১৩। বহুগ্রন্থকলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব১৪।

হানিলাভসম১৫ শোকাদির বশ না হইব ১৬। অন্য দেব অন্য শাস্ত্র
নিন্দা না করিব১৭।

বিষ্ণুবৈষ্ণব নিন্দা১৮ গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব১৯। প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ
না দিব২০।

শ্রবণ২১, কীর্ত্তন২২, স্মরণ২৩, পূজন২৪, বন্দন২৫। পরিচর্য্যা২৬, দাস্য২৭, সখ্য২৮,
আত্মনিবেদন২৯।

অগ্রে নৃত্য৩০ গীত৩১ বিজ্ঞপ্তি ৩২ দণ্ডবৎ নতি৩৩। অভ্যুত্থান৩৪ অনুব্রজ্যা৩৫
তীর্থগৃহে গতি৩৬।

পরিক্রমা৩৭ স্তবপাঠ৩৮ জপ৩৯ সংকীর্ত্তন৪০। ধূপ৪১মাল্য৪২ গন্ধ৪৩ মহাপ্রসাদ
ভোজন ৪৪॥

আরাত্রিক ৪৫ মহোৎসব৪৬ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ৪৭। নিজপ্রিয় দান৪৮ ধ্যান৪৯
তদীয় সেবন৫০॥

তদীয় তুলসী ৫১ বৈষ্ণব৫২ মথুরা ৫৩ ভাগবত৫৪। এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণে
অভিমত॥

কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা ৫৫, তৎকৃপাবলোকন৫৬। জন্মদিনাদি মহোৎসব৫৭ লঞা
ভক্তগণ॥

সর্ব্বথা শরণাপত্তি ৫৮ কার্ত্তিকাদিব্রত৫৯। চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ব॥
সাধুসঙ্গ ৬০, নামকীর্ত্তন ৬১, ভাগবত শ্রবণ৬২। মথুরাবাস৬৩ শ্রীমূর্ত্তি
শ্রদ্ধায় সেবন৬৪॥"

ভক্তির এই চতুঃষষ্টি অঙ্গের সম্বন্ধে আর্ষ প্রামাণানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ব বিভাগে প্রথম লহরী অনুসন্ধান করিবেন। যোগ্যতানুসারে শরীরেন্দ্রিয় মনের দ্বারা এই চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্তির উপাসনার মধ্যে প্রথম "গুরুপাদাশ্রয়" হইতে আরম্ভ করিয়া "ধাত্র্যশ্বথ গোবিপ্র বৈষ্ণব পূজন" পর্য্যন্ত গ্রহণমূলক দশটি ভক্তির অঙ্গ সাধন ভক্তির আরম্ভ স্বরূপ, এবং তৎপরবর্ত্তী "সেবানামাপরাধি বিদূরে বর্জ্জন" হইতে আরম্ভ করিয়া "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব" পর্য্যন্ত বর্জ্জনমূলক দশটি ভক্তির অঙ্গ, সাকল্যে

ভক্তির এই অঙ্গ বিংশতি ভক্তিমার্গে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ বুঝিতে হইবে। ভক্তির এই বিংশতি অঙ্গ ভক্তি প্রবেশের দ্বার স্বরূপ হইলেও তার মধ্যে "গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন" এই তিনটি ভক্ত্যঙ্গ প্রধান বলিয়া জানিবে। "ত্রয়ং প্রধান মেবোক্তং গুরুপাদাশ্রয়াদিকম্।"

চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ সাধনের মধ্যে "সেবানামাপরাধাদি বিদূরে বর্জ্জন" বলিয়াছেন। দ্বাত্রিংশৎ সেবা অপরাধ এবং দশবিধ নামাপরাধ বর্জ্জনের প্রতি দৃঢ় দৃষ্টি না থাকিলে সাধকের ভক্ত্যঙ্গে প্রবেশই দুর্ল্লভ হইয়া পড়ে। দ্বাত্রিংশৎ সেবা অপরাধ যথা, "যানে আরোহন করিয়া ১ অথবা পাদুকা লইয়া ভগবদ্ গৃহে গমন ২, ভগবদুৎসবাদির সেবা না করা ৩ অর্থাৎ যথাযোগ্য আদর না করা, দেবতাগ্রে প্রণাম না করা ৪, উচ্ছিষ্টাবস্থায় ৫ এবং অশৌচাবস্থায় ভগবদ্ বন্দনাদি করা ৬, একহস্ত দ্বারা প্রণাম করা ৭, দেবতাকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া তৎসম্মুখে প্রদক্ষিণ করা ৮, দেবতার অগ্রে পাদ প্রসারণ করা ৯, দেবতাগ্রে পর্য্যঙ্কবন্ধন ১০ অর্থাৎ বাহুদ্বারা জানুদ্বয় পরিবেষ্টন করিয়া বসা, ভগবদগ্রে শয়ন ১১ এবং ভক্ষণ ১২, তদগ্রে মিথ্যাভাষণ ১৩, তদগ্রে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা ১৪, তদগ্রে পরস্পর জল্পন করা ১৫, রোদন করা ১৬, ভগবদগ্রে কাহারও প্রতি নিগ্রহ বা অনুগ্রহ করা ১৭, তদগ্রে নিষ্ঠুর ক্রুর ভাষণ করা ১৮, তদগ্রে কম্বলাবরণ করা ১৯, তদগ্রে পরনিন্দা ২০ বা পরস্তুতি করা ২১, অশ্লীলভাষণ করা ২২, তদগ্রে অধোবায়ু ত্যাগ করা ২৩, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মুখ্যোপচার না দিয়া গৌণ উপচার দান করা ২৪, অনিবেদিত বস্তু ভক্ষণ করা ২৫, যথাকালজাত তত্তৎ ফলপুষ্পাদি সমর্পণ না করা২৬, অন্যের ভুক্ত অন্যের ব্যবহৃত দ্রব্যাদির অবশেষ সমর্পণ করা২৭, দেবতাকে পশ্চাৎ করিয়া উপবেশন করা ২৮, ভগবদগ্রে অন্যের অভিবন্দনা করা ২৯, গুরুর সমীপে মৌনাবলম্বন করা ৩০, নিজের মহিমা কীর্ত্তন ৩১ এবং দেবতা নিন্দন ৩২," এই দ্বাত্রিংশৎ সেবা অপরাধ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হয়।

তদ্ভিন্ন বরাহ পুরাণ মতে আরও কতকগুলি সেবা অপরাধ আছে, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে, যথা,—রাজান্নভক্ষণ, অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন, অনিয়মে শ্রীবিগ্রহ সমীপে গমন, ঘণ্টাদি বাদ্য বিনা শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন, কুক্কুরাদি দ্বারা দূষিত ভক্ষ্যবস্তু সংগ্রহ, অর্চ্চনসময়ে মৌনভঙ্গ, অর্চ্চনকালে

মূত্রপুরীষাদি ত্যাগ নিমিত্ত গমন, গন্ধমাল্যাদি অর্পণ না করিয়া ধূপদান, শাস্ত্রা-বিহিত পুষ্প দ্বারা পূজন, দন্তধাবন না করিয়া, স্ত্রীসংসর্গের পর শুচি না হইয়া, রজঃস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করিয়া, দীপ স্পর্শ করিয়া, মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া, রক্তবস্ত্র, নীলবস্ত্র, অধৌতবস্ত্র, অন্যের পরিধেয় বস্ত্র বা মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, শব দর্শন করিয়া, অপান বায়ু ত্যাগ করিয়া, ক্রোধান্বিত হইয়া, শ্মশান ভ্রমণ করিয়া, ভুক্তান্নের অপরিপাক অবস্থায়, এবং ভোজন করিয়া, কুসুম্ভ পুষ্প বা কুসুম্ভ শাক, তিলকল্ক অর্থাৎ খৈল অথবা হিং ভোজন করিয়া, তৈল মর্দ্দন করিয়া শ্রীভগবদ্ বিগ্রহের স্পর্শ বা তদীয় কার্য্য করা, ভগবচ্ছাস্ত্র অনাদর পূর্ব্বক অন্য শাস্ত্র প্রবর্ত্তন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে তাম্বুল চর্ব্বণ, এরণ্ড অর্থাৎ ভেরেণ্ডা পত্রস্থ পুষ্প দ্বারা অর্চ্চন করা, আসুরিককালে পূজা করা, কাষ্ঠাসনে বা ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া অর্চ্চন করা, দেবতার স্নানকালে বামহস্তে দেবতাকে স্পর্শ করা, পর্য্যুষিত পুষ্পে বা যাচিত পুষ্পে অর্চ্চন করা, পূজাকালে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা, পূজাকালে আত্মশ্লাঘাদি দ্বারা স্বীয় গর্ব্ব প্রতিপন্ন করা, তির্য্যক্‌পুণ্ড্র ধারণ অর্থাৎ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক স্থলে বক্রভাবে তিলক ধারণ করা, পদপ্রক্ষালন না করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করা, অবৈষ্ণবের পক্ব বস্তু নিবেদন করা, অবৈষ্ণবের সম্মুখে পূজা করা, গণেশ পূজা না করিয়া বা কাপালিক দেখিয়া পূজা করা, নখস্পৃষ্ট জল দ্বারা দেবতাকে স্নান করান, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দেবতার পূজন, দেব নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন, ভগবানের নাম নিয়া শপথ করা, এই সকল ভগবৎ সেবাপরাধ মধ্যে পরিগণিত হয়। সর্ব্বাপরাধকারী ব্যক্তিও হরি সংশ্রয় করিলে অপরাধমুক্ত হয়। কিন্তু যে দ্বিপদ পশু হরির নিকটেও সেবাপরাধ করে সে ব্যক্তি নামাশ্রয়ী হইলে নামের কৃপায় কদাচিৎ মুক্ত হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বসুহৃৎ শ্রীভগবন্নামের নিকট যাহার অপরাধ হয় তাহার অধঃপতন হয়। সজ্জন বিচারশীল ব্যক্তিরও ভ্রমপ্রমাদাদি বশতঃ অসাবধানতা হেতু ভগবৎ সেবায় যাহা যৎকিঞ্চিদপরাধ উপস্থিত হয় তাহা ভগবন্নাম কীর্ত্তনের দ্বারা এবং অপরাধ ভঞ্জন স্তোত্র পাঠাদি দ্বারা এবং নিরন্তর ভগবৎ সেবার দ্বারা প্রতি-দিনই উপশান্ত হওয়ায় অপরাধের অঙ্কুর হইতে পারে না। কিন্তু এই প্রকারে নাম কীর্ত্তনাদি দ্বারা সেবাপরাধের উপশম হয়, এই মনে করিয়া সেবাপরাধ বিষয়ে সাবধানতার শৈথিল্য হইলে সাধকের ঐ সেবাপরাধই "নামবলে পাপে প্রবৃত্তি" রূপ গুরুতর নামাপরাধই হইবে। সুতরাং সাধক ব্যক্তির সেবাপরাধ এবং

নামাপরাধ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনের প্রতি সাবধানতা না থাকিলে প্রকৃত সাধন ভক্তি মার্গে প্রবেশই অসম্ভব হইয়া উঠে।

এখন নামাপরাধের কথা বলা যাইতেছে। নামাপরাধ দশ প্রকার, যথা— বৈষ্ণব নিন্দাদি বৈষ্ণবাপরাধ; নিন্দাদি বলিবার সার্থকতা এই বৈষ্ণবজনের দোষ কীর্ত্তন করা রূপ নিন্দা, বৈষ্ণবজনকে প্রহার করা, বৈষ্ণবজনের প্রতি ক্রোধ করা, বৈষ্ণবজনে দ্বেষ করা, বৈষ্ণব জনকে প্রণামাদি দ্বারা অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণব দর্শনে আনন্দ প্রকাশ না করা—এই ছয় প্রকার বৈষ্ণব অপরাধ হয়। এই বৈষ্ণবাপরাধ নামাপরাধে পর্য্যবসিত(১)। শ্রীবিষ্ণু ও শিবে পৃথক্ ঈশ্বর বুদ্ধি করা অর্থাৎ শ্রীশিব শ্রীভগবান্ বিষ্ণুরই অবতার বিশেষ রূপে শ্রীবিষ্ণু হইতে অপৃথক্ এই প্রকার মনে না করিয়া স্বতন্ত্র ঈশ্বর বোধ করা (২)। শ্রীগুরুদেবে মনুষ্য বুদ্ধি করা (৩)। বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা করা (৪)। নামে অর্থবাদ অর্থাৎ নামের অচিন্ত্য মহিমা শ্রবণ করিয়া নামে ঐ সকল শক্তি বস্তুতঃ নাই, উহা কেবল প্রশংসা মাত্র মনে করা (৫)। নামের কুব্যাখ্যা বা নামের মহিমাদিকে কষ্টকল্পনা করা (৬)। নামবলে পাপে প্রবৃত্ত হওয়া, এখানে নাম শব্দ উপলক্ষণ মাত্র, সমস্ত ভক্ত্যঙ্গই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ কোন ভক্ত্যঙ্গের মহিমার বলে পাপে প্রবৃত্ত হওয়া (৭)। অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত নামের সমতা বোধ করা (৮)। অশ্রদ্ধ জনে নামোপদেশ করা (৯)। নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে প্রীতিযুক্ত না হওয়া এবং নামে অহং মম ভাব অর্থাৎ আমি খুব নাম করি, অধিক নাম করিতে পারি ইত্যাদি ভাব পোষণ করা (১০)।

ভক্তিসাধনমার্গে প্রবিষ্ট হইতে হইলে উপরোক্ত সেবাপরাধ নামাপরাধগুলি অবশ্য বর্জ্জন করা চাই। দৈবাৎ যদি অজ্ঞান বশতঃ বৈষ্ণবাপরাধ নামক প্রথম নামাপরাধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে "ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্" ন্যায়ে যে বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ করা হইয়াছে সর্ব্বান্তঃকরণে সেবাদি দ্বারা সেই বৈষ্ণবকে প্রসন্ন করিতে হইবে। দ্বিতীয় অপরাধ স্থলে শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণবোপদেশা- নুসারে শ্রীবিষ্ণু হইতে শ্রীশিবের পৃথক্ ঈশ্বরবুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে। শ্রীগুরুতে মনুষ্যবুদ্ধিরূপ তৃতীয় অপরাধ উপস্থিত হইলে মনুষ্যাকারে সাক্ষাদ্ ভগবদবতার মহাভাগবতোত্তমরূপে বোধ করিয়া শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হইয়া সেবা মহিমাদি

কীর্তন দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে। চতুর্থ অপরাধস্থলে যে সকল শাস্ত্রের নিন্দা করা হইয়াছে সেই সকল শাস্ত্রের ভূয়ো ভূয়ো মহিমা কীর্তন করা। এই প্রকারের অন্য ছয়টি নামাপরাধেরও উদ্ভব নিবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান করিয়া তত্তদাচরণ করিবে। এবং "নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।" অর্থাৎ নিজেকে নামাপরাধী মনে করিয়া কাতরতার সহিত সর্ব্বদা শ্রীভগবন্নাম গ্রহণ করিবে। তাহাতেই নামাপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। কিন্তু নিজ গর্ব দাম্ভিকতা প্রভৃতির বশবর্ত্তী হইয়া ছল কার্পণ্যে অর্থাৎ যেমন বৈষ্ণবাপরাধস্থলে বা শ্রীগুর্ব্বপরাধস্থলে, শাস্ত্রনিন্দাদি অপরাধস্থলে যদি মনে করা যায় যে "নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং" অর্থাৎ নামাপরাধী ব্যক্তির অঘ (অপরাধ) নামেই নাশ করে, সুতরাং বৈষ্ণবকে প্রসন্ন করিতে কি শ্রীগুরুকে প্রসন্ন করিতে সেবাদির আয়াসে কি প্রয়োজন, শাস্ত্রপ্রশংসাদির আয়াসে কি প্রয়োজন, নাম গ্রহণ করিলেই অনায়াসে নামাপরাধ মুক্ত হওয়া যায়, এই প্রকার মনে নাম গ্রহণ করিলেও দ্বিগুণতর নামাপরাধ আপতিত হয়, ইহা দৃঢ় স্মরণ রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে সাধকের ভক্তিসাধন নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারে।

ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সমুচ্চয়ে ফল প্রসব করে এইরূপ নহে। অর্থাৎ যতগুলি ভক্তির অঙ্গ বলা হইয়াছে ইহার সকলগুলিরই অনুষ্ঠানের দ্বারা সাধকে সকলগুলি অঙ্গ মিলিত হইয়াই তবে ফল প্রদান করিবে এইরূপ অর্থ নহে। সমুচ্চয়ের অপেক্ষা না রাখিয়াও যে কোনও একটি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইলে পরম পুরুষার্থ শ্রীভগবৎপ্রদান সমর্থ। সাধকের শ্রদ্ধা রুচির বৈশিষ্ট্যে প্রত্যেক ভক্ত্যঙ্গই সাধকের নিকট নিজের অসাধারণ মহিমা প্রকটন দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিসাধনরূপে প্রতিভাত হয়েন। তাই শাস্ত্রে দেখা যায়—"এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হইলে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ।"

রাগানুগা ভক্তির সাধন

স্বানুকূল্য বিষয় শ্রীভগবানে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার হেতু যে প্রেমময় তৃষ্ণা, তাহার নামই রাগ ; এই প্রেমময়তৃষ্ণাত্মিকা ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তি। ভগবন্নিত্যধামস্থ নিত্যলীলাপরিকরাশ্রিত এই স্বতঃ রাগময়ী ভক্তির আনুগত্যে ভগবচ্ছ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি সাধনকে সামান্যতঃ রাগানুগা ভক্তিসাধন বলা যায়। রাগভক্তির অনুগমন যাহাতে আছে, তাহাই রাগানুগামিনী ভক্তি। শ্রীপাদ-গোস্বামীদিগের পরমহৃদ্য নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণকান্তা ব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক পরমাবিষ্টতাময়ী প্রেমরূপ তৃষ্ণাতিশয়রূপা যে রাগাত্মিকা ভক্তি, যাহা কামরূপা নামে প্রসিদ্ধ, সেই প্রেমতৃষ্ণাময়ী কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগমনশীলা যে তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণা প্রবর্ত্তিতা ভগবচ্ছ্রবণ কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠানময়ী সাধনভক্তির বিবরণ এই স্থলে বলা যাইতেছে। রাগানুগা সাধনভক্তি সম্বন্ধে শ্রীরসামৃতগ্রন্থে তিনটি বাক্য দেখা যায়, যথা, "কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা (১)॥ সেবা সাধকরূপেন সিদ্ধরূপেন চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ (২)॥ শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধীভক্ত্যুদিতানি তু। যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ (৩)॥" এই তিনটি শ্লোকের কামানুগ পক্ষে ব্যাখ্যা, যথা, "কৃষ্ণং স্মরন্" কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া, তাৎপর্য্যার্থ এই রাগানুগা ভক্তিতে স্মরণসাধনাই মুখ্য, কেন না রাগ মনোধর্ম্ম, সুতরাং মানসিক ধর্ম্ম রাগ (তৃষ্ণা বা লোভ) মূলক রাগানুগা ভক্তিতে মানসিক সাধন স্মরণটিও প্রধান ; "প্রেষ্ঠং" নিজভাবোচিত লীলাবিলাসী বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণকে এবং নিজ সমীহিত অর্থাৎ নিজ ভাবের পরমাশ্রয়রূপ অভিলষণীয় শ্রীরাধা ললিতা বিশাখা শ্রীরূপ মঞ্জরী আদিকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রীতিময়ী লীলাদি কথায় রত হইয়া ব্রজে বাস করিবে। ব্রজবাসে অসমর্থ হইলে মনের দ্বারাও বাস করিবে। "সাধকরূপেন" যথাবস্থিত সাধক দেহ দ্বারা "সিদ্ধরূপেন" নিজের অভীষ্ট অন্তশ্চিন্তিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎসেবোপযোগী দেহ দ্বারা নিজ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক এবং নিজের অভিলষণীয় শ্রীরাধা ললিতা-বিশাখা প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া যে মধুর (শৃঙ্গার) ভাব বর্ত্তমান তাহা লাভ করিবার ইচ্ছুক

হইয়া মানসদ্বারা উপস্থিত অর্থাৎ সংগৃহীত সেবোপযোগী দ্রব্যাদি এবং সাক্ষাৎ রূপে সংগৃহীত যথাযোগ্য দ্রব্যাদি দ্বারা "ব্রজলোকানুসারতঃ" অর্থাৎ সাধকরূপেতে অনুগম্যমান শ্রীরূপগোস্বামী এবং সাধনে সিদ্ধ হইয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তজন চন্দ্রকান্তি, দণ্ডকারণ্যবাসী মুনি, বৃহদ্বামনপুরাণ প্রসিদ্ধ শ্রুতি প্রভৃতি ব্রজলোকের অনুসারে সেবা করিবে; এবং অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ দেহে সিদ্ধরূপে অনুগম্যমান শ্রীরূপমঞ্জরী আদি ব্রজলোকের অনুসারে সেবা করিবে। পূর্ব্বে যে চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ বলা হইয়াছে, সেই বৈধীমার্গে কথিত শ্রবণ কীর্ত্তনাদি চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গই এই রাগানুগা ভক্তিসাধনেও বুদ্ধিমান্ জন সম্যক বিচারপূর্ব্বক স্বীয়ভাবের সমুচিত সাধনাঙ্গ সকল আচরণ করিবেন। ভাব-বিরুদ্ধ যাহা তাহার আচরণ করিবেন না। ইতি শ্লোকত্রয়ের সংক্ষিপ্তার্থ।

উপরোক্ত শ্লোকত্রয়ের স্বারস্যে এই পাওয়া যায়, স্বীয় ভাবোচিত শ্রীকৃষ্ণ এবং তন্নিত্যপরিকর জনের স্মরণ এবং মানসিক নিজ সিদ্ধদেহ চিন্তনপূর্ব্বক তৎপ্রিয়জন সহ শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় ভাবোচিত মানসিক সেবা এবং বাহ্য দেহে স্বীয় সমুচিত শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধন, সামর্থ্যে ব্রজভূমিতে বাস, অসামর্থ্যে মনের দ্বারাও বাস করিবে। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী ইহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা,—

বাহ্যাভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্য সাধকদেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের চরণ॥

পরমান্তরঙ্গ সখীভাবের অনুগত গোপিকাকার; এবং গোপীভাব লাভ করিয়া সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণ সেবা প্রাপ্তির উপায়ীভূত সর্ব্বতঃ অনবদ্য পরমহৃদ্য মহামুখ্যতম যাহা সখীভাবানুগত্যে রাগানুগা সাধন, তাহা দুই প্রকার। একটি বাহ্য দেহের সাধন, অপরটি অন্তর দেহের সাধন। এস্থলে শ্রবণ কীর্ত্তন উপলক্ষণ মাত্র, অর্চ্চনাদি অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গেরও সাধন স্বীয়ভাবের অবিরোধে বাহ্যদেহে অর্থাৎ যথাবস্থিত সাধকদেহে করণীয়। ইহার নাম বাহ্য সাধন। বাহ্য সাধন নাম শুনিয়া কেহ ইহাকে তুচ্ছ সাধন বলিয়া মনে করিবেন না। আর আন্তর সাধন—যাহা গুরূপদিষ্ট নিজের সিদ্ধ দেহ, তাহা মনের দ্বারা চিন্তনীয়, এবং

মানসিক সেই দেহ দ্বারা মানসে শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবা করণীয়। রাগানুগা ভক্তির সাধন মার্গে ইহাকেই প্রধানতঃ স্মরণাঙ্গ সাধন বলা যায়। সাধকের যোগ্যতানুসারে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এবং তন্নিত্যপ্রিয়বর্গের রূপগুণ লীলাদির স্মরণ সহ এই প্রকার মানসিক সেবার স্মরণ আন্তর সাধনের মধ্যে মুখ্যতম। আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবার লালসাময়ী প্রার্থনাদির স্মরণ করাও মানসিক সেবার স্মরণ বলা যায়, যথা—শ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা, শ্রীস্তবমালা, স্তবাবলী প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত প্রার্থনাদির স্মরণকেও রাগানুগা ভক্তি সাধনের স্মরণাঙ্গ ভক্তিও বলা যায়। যেমন—"কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্। উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্॥" ইত্যাদি লালসাময়ী প্রার্থনাও রাগানুগা ভক্তিসাধন, কেবলমাত্র অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ করাই যে রাগানুগা ভক্তির সাধন তাহা নহে। সেবার প্রার্থনাদির স্মরণও সাধন।

রাগানুগা ভক্তিসাধক মনের দ্বারা নিজের সিদ্ধদেহ ভাবনা করিবেন। সাধক দুই প্রকার। জাতরতি সাধক আর অজাতরতি সাধক। জাতরতি সাধকের অন্তঃকরণে সিদ্ধদেহের স্বতঃই স্ফুরণ হয়। অজাতরতি সাধকের সিদ্ধদেহ চিন্তন করিয়াই মানস সেবা করিতে হয়। এই সিদ্ধদেহ বলিতে কি বুঝায়? শ্রীপাদজীবগোস্বামী "সিদ্ধরূপেন অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎসাক্ষাৎসেবোপযোগিদেহেন," শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ "অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎসাক্ষাৎসেবোপযোগিদেহেন" ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "সাক্ষাৎ" শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ইহাই সুস্পষ্ট হইতেছে যে,—সাধকের সাধনাবস্থায় অন্তশ্চিন্তিত এই দেহই প্রাপ্তসিদ্ধ-দশায় সাক্ষাৎ ভাবে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হয়। ভগবৎ সেবা লালসাপ্রবণচিত্ত সাধক ব্যক্তি যে ভগবৎ সেবোপযোগী দেহ নিজের বলিয়া মনে চিন্তা করেন, তাহা কল্পনামাত্রই নহে, উহা সত্য চিৎস্বরূপই। যদি ইহার শাস্ত্র যুক্তি অনুসন্ধান করিতে কোন পাঠকের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমার লিখিত "সাধনকুসুমাঞ্জলি" নামক পুস্তকের "সাধনে সাবধান শতক" প্রবন্ধে উল্লিখিত শাস্ত্রযুক্তি দেখিতে পারেন।

সিদ্ধদেহের চিন্তন শাস্ত্র এবং গুরূপদেশের সাহায্যেই করিতে হয়। চিন্তনীয় সিদ্ধ দেহের সম্বন্ধে শাস্ত্রে সামান্যভাবে দিগ্‌দর্শন থাকিলেও, উপযুক্ত সদ্‌গুরুর নিকট হইতে উপদেশ লাভেরও অপেক্ষা আছে। সিদ্ধ দেহ চিন্তন

বিষয়ে ঋষি প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম তাঁহার "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" গ্রন্থে শ্রীসনৎকুমার সংহিতা তন্ত্রের দুইটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাং।
রূপ-যৌবন-সম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিং॥
সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীং।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তদ্ রত্নালঙ্কারভূষিতাম্॥"

অনয়োরর্থ :—রাগানুগীয় সাধক ব্যক্তি তাঁহাদিগের মধ্যে অর্থাৎ কৃষ্ণকান্তা গোপিকাদিগের মধ্যে নিজেকে রূপযৌবনসম্পন্ন মনোরম কিশোরী প্রমদারূপে চিন্তা করিবে। শ্রীললিতা বিশাখা শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি সখীদিগের সঙ্গিনীরূপা এবং তাঁহাদের অনুমত্যনুসারে শ্রীরাধামাধবের সেবাপরা, এবং শ্রীরাধিকার নির্ম্মাল্য বসন ভূষণে ভূষিতরূপে আপনার বাসনাময়ী মূর্ত্তি চিন্তা করিবে। ইতি "চিন্তয়েৎ" ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, নিত্যসিদ্ধ সখী সদৃশ ভাব রূপাদি বিশিষ্টরূপে নিজ আত্মাকে ঈক্ষণ করিবে, অর্থাৎ সাক্ষাৎকারতুল্য বোধ করিবে। এবং ঐ ভাব-রূপাদিবিশিষ্ট দেহই আমি ইত্যাকার দৃঢ় অভিমান পোষণ করিবে।

যাঁহারা ভৌমব্রজে শ্রীরাধামাধবের পরকীয়া ভাবের উপাসনা করিবেন, তাঁহারা নিজের বাসনাময় সখীভাবাশ্রিত যে সিদ্ধ দেহের চিন্তন কবিবেন, তাহাতেও নিজেকে পরোঢ়া বধূরূপে অভিমান পোষণ করিবেন। কেহ কেহ কন্যকারূপেও অভিমান পোষণ করিয়া থাকেন। সাধক যথারুচি যথাসম্প্রদায়মত করিবেন, তাহাও সিদ্ধ হইবে।

বহু সৎসাধক ব্যক্তি, দীক্ষা গুরু প্রদত্ত গুরু পরম্পরার সিদ্ধ প্রণালী অনুসারে, স্বীয় গুরুকেও শ্রীরাধামদনগোপালের প্রেমসেবাপরা প্রিয়নর্ম্মসখীরূপে চিন্তন করিয়া নিজেকে তাঁহার আজ্ঞাপরা সখী (দাসী) ভাবাশ্রিত গোপিকারূপে চিন্তন করেন। দীক্ষা গুরুকে সখীরূপে চিন্তা করার ব্যবস্থা তাঁহারা "গুরুরূপা সখীর বামে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমঠামে" ইত্যাদি শাস্ত্র বচন দ্বারা উপপন্ন করেন। ইহলোকে যিনি শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা দান পূর্ব্বক রাগানুগীয় ভক্তিসাধন শিক্ষাদান করেন, তিনি শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিত্যলীলায় গুরুরূপা সখী বলিয়া কথিত হয়েন, ইহাই উক্ত মতে সিদ্ধান্ত। তথাপি সাধকদেহে স্বীয় গুরুকে ভগবানের সাক্ষাৎ শক্ত্যাবেশাবতার মনে

করিয়া ভগবদভিন্ন জ্ঞানে ভগবত্তুল্য ভক্তি করিবে। সাধক দেহে ঐ প্রকার সখীভাব আরোপ করিয়া সখ্যবদ্ ব্যবহার করিবে না। ইতিমত মস্মাকম্। আবার অনেক সাধক বৈষ্ণবও গুরুর পরম্পরা প্রণালী স্বীকার করিলেও পরম্পরা গুরুবর্গের সখী বা মঞ্জরীরূপের কোন সিদ্ধ প্রণালী স্বীকার করেন না। তাঁহারা স্বীয় গুরুকে তাদৃশ সখীরূপে চিন্তনও করেন না, কেবলমাত্র নিজের গোপিকাকার সিদ্ধদেহ চিন্তনপূর্ব্বক নিজকে লীলাপরিকর সখীদিগের সঙ্গিনী এবং তাঁহাদেরই আজ্ঞাপরা মনে করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাদির স্মরণ সাধন করেন। তাঁহারা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের "গুরুরূপা সখী বামে" ইত্যাদি শাস্ত্রের অর্থ, কৃষ্ণলীলার স্থলে যে সখীবৃন্দ, তাঁহারাই সেই স্থলে গুরুরূপা সখী, অর্থাৎ সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণের সেবার উপদেষ্টা, এই প্রকারই বলিয়া থাকেন। এই দুই প্রকার মতই দেখা যায়। যাহা হউক, রাগানুগাভক্তি সাধনে সাধকের নিজ সিদ্ধ-দেহচিন্তন দ্বারা রাধমাধবের লীলাদির স্মরণ মানসিক সেবাদি অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

কেবল নিজকে গোপিকাকার চিন্তা করিলেই যে সিদ্ধ দেহের চিন্তন সুষ্ঠু হইল তাহা নহে। গোপীভাবভাবিত গোপিকাকার চিন্তনেই সিদ্ধদেহ চিন্তনের সৌষ্ঠব। রাগানুগা ভক্তি সাধনে অনুগম্য গোপীজনের (অর্থাৎ যে গোপিকার অনুগত হইয়া ভক্তিসাধন করিতে হইবে তাঁহাকেই অনুগম্য গোপীজন বলা যায়; সেই অনুগম্য গোপীজনের) ভাবের অনুগত ভাবের সাধনই প্রধানতঃ করিতে হইবে। সাধকের প্রধানরূপে গোপীভাব ভাবিত স্বীয় অন্তঃকরণ প্রস্তুত করাই গোপীভাবে রাগানুগা সাধন। অজাতরতি সাধকদিগের মধ্যে যাঁহারা নবীন সাধক, যাঁহাদের নিজ সিদ্ধ দেহের চিন্তন, নিজের স্মরণ স্পষ্ট হয় না, প্রত্যুত কিছু কিছু কষ্টকর হয়, তাদৃশ নবীন সাধকবৃন্দ গোপিকাকার নিজ সিদ্ধদেহ চিন্তনের এবং লীলাদি স্মরণের প্রয়াসের দিকে কিছুকাল অত্যধিক আগ্রহ না করিয়া, যদি শ্রবণ কীর্ত্তন সাহায্যে যৎকিঞ্চিৎ স্মরণমনন দ্বারা গোপিকার ভাবের মহিমা সাধন করেন, এবং গোপীভাবোদ্দেশ্যে লালসাময়ী প্রার্থনা, বিজ্ঞপ্তি প্রধান শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা, শ্রীরূপ গোস্বা-মীর উৎকলিকা বল্লবী, কার্পণ্যপঞ্জিকা স্তোত্রাদি, শ্রীদাস গোস্বামীর বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি স্তবাদি গ্রন্থের শ্রবণকীর্ত্তন এবং যথা কথঞ্চিৎ স্মরণমনন দ্বারা

অন্তঃকরণে গোপিকার ভাবের সংস্কারকে দৃঢ় করিতে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে অচিরেই স্বীয় সিদ্ধদেহ চিন্তন করিতে এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাসেবাদি স্মরণে অন্তঃকরণের উপযোগিতা অনায়াসেই লাভ করিতে পারিবেন। সাধকের যে সিদ্ধ-দেহের চিন্তা করিতে হইবে, তাহা ভাবের যোগ্য হইবে। সেই ভাবযোগ্য সিদ্ধদেহের চিন্তন সাধন সিদ্ধ হইলে, "ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া কৃষ্ণ পায় ব্রজে।" ভাবের যোগ্য দেহ লাভ করিয়াই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং সিদ্ধ দেহের চিন্তন সাধনেও ভাবের চিন্তনই প্রধান হইবে। ভাবের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে তদ্‌ভাবভাবিতান্তঃকরণ গঠিত হওয়া সাধকের পক্ষে দুষ্কর। আর তদ্‌ভাবিতান্তঃ-করণের অস্পষ্টতায় সিদ্ধদেহের চিন্তনও অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। সুতরাং সাধকের মধ্যে গোপিকার ভাবের প্রতি যাঁহার যে পরিমাণে লুব্ধতা বৃদ্ধি পাইয়া অন্তঃকরণ তদ্‌ভাবে সংস্কারাবদ্ধ হয়, তিনি রাগানুগা সাধনে তত পরিমাণেই অগ্রসর হইতে পারেন। তাই রাগানুগা ভক্তি সাধনে অধিকারী নির্ণয়ে "তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধঃ," "তদ্ভাবাকাঙ্ক্ষিণো যে স্যুঃ" ইত্যাদি নির্দ্দেশ করিয়া ভাবের প্রতি লোভ, ভাবের প্রতি আকাঙ্ক্ষাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাদৃশ নবীন সাধকের পক্ষে স্বাভীষ্ট লীলাপরিকর গোপিকার ভাবের অনুশীলন মুখ্যরূপে করাই উপযোগী সাধন। লীলা স্মরণ, যাহা সাধন বলা যায়, তাহার তাৎপর্য্যও স্বীয় ভাবের পুষ্টি বিধান। "অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥" এস্থলে রাধাকৃষ্ণের বিহার (লীলা) চিন্তনে প্রথমতঃ প্রধানরূপে গোপীভাব অঙ্গীকারেরই প্রাধান্য বলিয়া পরেই বলিতেছেন, "সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন। সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥"

রাগানুগাভজনাগ্রহী সাধকের নিজ সিদ্ধ দেহে আবেশ রাখিতে হইবে, অর্থাৎ যেমন আত্মানাত্ম বিবেকরূপ জ্ঞানসাধনমার্গে আমি দেহ নহি, আমি ইন্দ্রিয় নহি, আমি মন নহি, আমি দেহেন্দ্রিয়াদি জড়াতিরিক্ত নিত্যমুক্ত নিত্যশুদ্ধ চিদানন্দস্বরূপ আত্মা, ইত্যাদি অনুশীলন দ্বারা স্ব স্বরূপে আবেশের চিন্তা করিতে হয়, সেইরূপ রাগানুগা সাধনমার্গেও, এই প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট আমি নহি, আমি শ্রীরাধামদনগোপাল পাদপদ্মের নিকুঞ্জসেবা নিযুক্তা গোপকিশোরী ইত্যাদিরূপে নিজ চিন্তিত সিদ্ধ দেহে অভিমানাত্মক আবেশ রাখিতে হইবে।

"আস্থা তস্য প্রণয়রভসস্যোপদেহে ন দেহে" অর্থাৎ প্রেমাতিশয়ের উপযোগী
সিদ্ধ দেহে যাঁহার আস্থা অর্থাৎ নিত্যত্ববুদ্ধি, পাঞ্চভৌতিক সাধক দেহে নিত্যত্ব-
বুদ্ধি নাই, তিনিই কৃতী ও মুক্ত পুরুষ। সাধক ভক্তের ভক্তিসাধন মাত্রেই আমি
ভগবন্নিত্যসেবক, ভগবান্ আমার নিত্য পরম সেব্য, এই পরমতত্ত্বজ্ঞান সর্ব্বত্র
অনুস্যূত থাকে। এই সেব্য সেবক ভাবই ভক্তি ধর্ম্ম, সুতরাং ভগবৎ সেবোপয়িক
সাধ্য দেহে আমি অভিমানে আসক্ত হওয়া হরিপ্রিয় উত্তম ভক্তের লক্ষণ।

ভগবন্নিত্যকান্তা ব্রজসুন্দরী গোপিকার ভাবানুগত্যে যাঁহারা ভক্তিসাধন
করিবেন, তার মধ্যে আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা পরায়ণা প্রিয়নর্ম্ম সখী
মঞ্জরীর ভাবলুব্ধ হইয়া সখী মঞ্জরীর ভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্ট-
কালীয় বিহার চিন্তন এবং মানস সেবার স্মরণ সাধন করিবেন, তাঁহাদের তাদৃশ
সাধনে পুরুষভাব আবৃত থাকা চাই। সখীভাব অঙ্গীকার ইহার তাৎপর্য্যার্থ
"আত্যন্তিকরহস্যজ্ঞঃ সখীভাবসমাশ্রিতঃ" উজ্জ্বলনীলমণির উক্ত শ্লোক টীকায়
"সখীভাবঃ শ্রীকৃষ্ণতৎপ্রেয়স্যোঃ পরস্পর মেলনেচ্ছা, তং সমাশ্রিত ইতি, তেন
তস্য পুরুষভাবশ্চাবৃত ইতি ভাবঃ" শ্রীজীবপাদ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগোস্বামি-
পাদদিগের মতে "রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার" এই বাক্যে যে লীলা
স্মরণ সাধন বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীরাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসপ্রধান লীলার পুনঃ
পুনঃ স্মরণাভ্যাস করা সাধনই বলা হইয়াছে। যে মনের দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের
শৃঙ্গাররসময়ী লীলার পুনঃ পুনঃ স্মরণাভ্যাস করিতে হইবে, সেই মন যথাসম্ভব
শুদ্ধ হইলে লীলাস্মরণ সাধনও শুদ্ধ হইবে, নতুবা সাধকের মনে তাদৃশ
গুরুতর অশুদ্ধতা দোষে শৃঙ্গাররসময়ী লীলার স্মরণকালে যদি তাদৃশ
পুরুষভাবে শারীরিক পুমিন্দ্রিয়ের বিকার উপস্থিত হইতে থাকে, তাহা
হইলে গুরুতর অপরাধই হইবার সম্ভাবনা অধিক। শ্রীজীবপাদ ভক্তি-
সন্দর্ভে সামান্যতঃ স্মরণ সাধনের প্রকরণারম্ভে বলিয়াছেন, "শরণাপত্ত্যাদিভিঃ
শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেৎ…নামকীর্ত্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ" অর্থাৎ ভগবৎ শরণা-
পত্তি, ভগবচ্ছ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা সাধক ব্যক্তি শুদ্ধান্তঃকরণ যদি হন, তাহা
হইলে নাম কীর্ত্তন অপরিত্যাগে অর্থাৎ নামকীর্ত্তনসহকারে স্মরণ করিবেন।
শ্রীজীব গোস্বামিপাদের এই উক্তি সাধকের সামান্যতঃ ভগবৎ স্মরণ
সাধনের সম্বন্ধে যদি সুসঙ্গতা হয়, তাহা হইলে বিশেষভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

মনোব্যাপারাত্মক রসময়ী লীলার স্মরণ সাধনে সাধকের শুদ্ধান্তঃকরণতাপেক্ষা সুসঙ্গতা কি না তাহা সুধী সাধকগণ বিচার করিবেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসময়ী লীলায় সম্ভোগময়ী লীলা দুইপ্রকার, একটী সম্প্রয়োগাত্মক আর একটি লীলাবিলাসাত্মক। "রহসি স্ত্রীসম্ভোগো হি দ্বিবিধঃ সম্প্রয়োগো মিথো লীলাবিলাসশ্চ।" এই দ্বিবিধ সম্ভোগলীলার রহস্যাংশ স্মরণ করিতে হইলে, শ্রীজীবপাদের ভক্তিসন্দর্ভের "পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীরাধাসম্বলিতলীলাময়-তদ্ ভজনং তু পরমতমমেবেতি। রহস্যলীলা তু পুরুষবদিন্দ্রিয়বিকারৈঃ পিতৃপুত্র-দাসভাবৈশ্চ নোপাস্যা স্বীয়ভাববিরোধাৎ" (অর্থাৎ পরমপ্রিয়তম শ্রীরাধা সহিত শ্রীকৃষ্ণলীলাময় যে ভজন, তাহা সর্ব্বোত্তম ভজনই, কিন্তু পুরুষোচিত ইন্দ্রিয়-বিকার যাঁহাদের আছে তাঁহারা, এবং পিতৃপুত্রদাসভাবযুক্ত সাধক যাঁহারা তাঁহারা, রহস্যলীলা উপাসনা করিবেন না) এই উক্তি লীলাস্মরণসাধকের দৃঢ়তর ভাবে মনে রাখিতে হইবে। ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ গোকুলে শ্রীব্রজবধূদিগের সহিত রাসাদি লীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণের ভজন মাহাত্ম্যাতিশয়ের পরম বৈশিষ্ট্য দেখাইতে শ্রীমদ্‌ভাগবতীয় রাসলীলার শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ ধ্যানাদির অবিচিন্ত্যমহিম-ঘোষণাপর "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ" শ্লোক উদ্ধার পুর্ব্বক উপরোক্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্লোকটি যথা,—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥"

শ্রীপাদ সনাতনের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী, শ্রীজীবপাদের লঘুবৈষ্ণবতোষণী সম্মত শ্লোকের ব্যাখ্যা যথা,—যে ব্যক্তি, ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই রাসক্রীড়া এবং এই রাসক্রীড়া সদৃশ ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অন্য শৃঙ্গার রসাত্মক মধুর লীলা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, অর্থাৎ বিশ্বাসযুক্ত মনে, তাৎপর্য্যার্থ এই, লীলাকে প্রাকৃত কামক্রীড়া বুদ্ধিতে অবজ্ঞারূপ অপরাধ যাহাতে না হয়, তাদৃশ শ্রদ্ধান্বিতমনা হইয়া নিরন্তর শ্রবণ করেন, অনন্তর, অর্থাৎ শ্রবণের অনন্তরে বর্ণন করেন, স্মরণ ধ্যানাদি করেন, তিনি অচিরে শ্রীভগবানে, গোপিকা অনুসারিত্ব হেতু, উৎকৃষ্ট প্রেমলক্ষণা ভক্তি

প্রতিক্ষণে নব নব রূপে লাভ করিয়া অচিরে অতি শীঘ্র কামক্রোধ প্রভৃতি রিপুবর্গকে পরিত্যাগ করেন এবং ধীর হয়েন, অর্থাৎ ধৈর্য্য লাভ করেন। এই শ্লোকে "যিনি" এই লীলা শ্রবণাদি করেন এই কথা বলায়, অধিকারিত্বের অপেক্ষা নিরস্ত করা হইল, অর্থাৎ এতাদৃশ লীলার শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদিতে অধিকারিত্বের অন্য কোন বিচার নাই। যাহাতে অপরাধ না হয় এবং শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নিরন্তর হয়, এবং যাহাতে ফল বৈশিষ্ট্য লাভ হয়, তাহার নিমিত্তই শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে কোন ব্যক্তি শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি করুন না কেন, তিনি অচিরেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমভক্তিলাভে কৃতার্থ হইতে পারেন। শ্রীগীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদি শ্লোকে দেখা যায় যে ব্রহ্মভূত, প্রসন্নাত্মা এবং শোক আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত ও সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হইলে তারপর "মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" অর্থাৎ পরা ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু রাসলীলা এবং তৎসদৃশ অন্যান্য লীলা শ্রবণের বলবৎ বিচিন্ত্য মহিমা এই যে,—লীলা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তির কামক্রোধাদি হৃদ্রোগ বর্ত্তমানেও প্রথমেই প্রেমভক্তির লাভ হয়; ইহা দ্বারা এই লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণে কামক্রোধাদি হৃদ্রোগবান্ ব্যক্তিও অধিকারী ইহাই দেখান হইল এবং তাদৃশ হৃদ্রোগবান্ ব্যক্তির এই লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদির প্রভাবে প্রথমতঃ প্রেমভক্তির উদয়ে অচিরেই হৃদ্রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহাই সূচিত হইল।

ভক্তিসন্দর্ভোক্ত "পুরুষবদিন্দ্রিয়বিকারৈঃ···নোপাস্যা," আবার তোষণ্যুক্ত "অত্র তু হৃদ্রোগাপহনাৎ পূর্ব্বমেব পরমভক্তিপ্রাপ্তিঃ", এই প্রকার একই শ্লোকের স্থলদ্বয়ে ব্যাখ্যাদ্বয়ের পার্থক্য দৃষ্টে কোন কোন সরলবুদ্ধি ব্যক্তি বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। ইহার সমাধান এই—পূর্ব্বে অধিকারিনির্ণয়ের মধ্যে বলা হইয়াছে ভক্তিধর্ম্মাচরণে সামান্যতঃ ভাবে সকলেরই অধিকার আছে। অনন্যগতিকস্থলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাৎপর্য্যার্থ এই, পরমপবিত্র গঙ্গা যমুনা জলে স্নান ও তৎস্পর্শাদি দ্বারা অপবিত্র ব্যক্তি পবিত্র হয়; কিন্তু অপবিত্রাবস্থায় পবিত্র গাঙ্গেয় যামুন জল স্পর্শাধিকার যেমন দোষাবহ নহে, প্রত্যুত স্পর্শে অধিকার আছে, কিন্তু গাঙ্গেয় যামুনাদি জলের মহিমা অবগত হইয়াও নিজের ব্যক্তিগত কদর্য্য ব্যবহারের শোধনে শৈথিল্যবশতঃ গাঙ্গেয় যামুনাদি জলে মলমূত্রাদির বিসর্জ্জনে অপরাধই সঞ্চিত হয়, সেই প্রকার শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসাদি শৃঙ্গার রসময়ী লীলার শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদিতে কামক্রোধাদি হৃদ্রোগবান্ ব্যক্তিও প্রবৃত্ত হইয়া

শ্রবণাদির প্রভাবে হৃদ্রোগকামাদি পরিত্যাগে সক্ষম হইয়া পরম ধীর হয়েন ইহা পরম সত্য, কিন্তু সাধক ব্যক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া লীলা স্মরণাদি কালে নিজ কামাদি কদর্য্য বাসনা সংশোধনে যদি শৈথিল্য আনয়ন করেন, তাহা হইলে গুরুতর বিরস আপতিত হইয়া তাঁহার অপরাধই সঞ্চিত হইবে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিশেষ বিশেষ রহস্যলীলার উপাসনায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির নিবিড় চিন্তনে যাহাতে সাধকের কামাদিভাব জাগ্রত হইয়া স্মরণীয় লীলারসের অপকর্ষ জনিত অপরাধ না আসে তৎপ্রতি সাবহিত হইবার জন্যই শ্রীগোস্বামিপাদের "রহস্যলীলা তু পুরুষবদিন্দ্রিয়-বিকারৈঃ...নোপাস্যা" সাবধান বাণী স্মরণ রাখিতে হইবে। অধিকারী নিরঙ্কের জন্য নহে। ভক্ত্যঙ্গসমূহের মধ্যে ভক্ত্যঙ্গ বিশেষের উপাসনার বিশেষ বিশেষ স্থলে ঐরূপ বিধিনিষেধ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। ইহাতে সামান্যতঃ ভক্ত্যঙ্গে মনুষ্যমাত্রের অধিকারের বাধা হয় না। যেমন এই শ্লোকেই "যঃ" অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি এই প্রকার বলিয়াও আবার "শ্রদ্ধান্বিতঃ" পদে বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন।

যদ্যপি শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় নামরূপ গুণলীলা পরিকর ধামাদি সমস্তই রস স্বরূপ "ভাগবত রস" বলিয়া প্রসিদ্ধ, তথাপি নামরূপগুণধাম পরিকরাদি দ্বারা বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত লীলাই মুখ্যতম রস। ভাগ্যবান্ জাতরতি সাধকভক্ত হৃদয়ে যে রস সাক্ষাৎকার হয় তাহা লীলাকারেই সাক্ষাৎকার হয়। রসস্ফূর্ত্তি হওয়া লীলারই স্ফূর্ত্তি হওয়া, তাই শ্রীমদ্ভাগবতে "লীলাকথারসনিষেবণম্," "হরিলীলাকথা-ব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরম্" ইত্যাদি বচনে লীলাকেই সাক্ষাৎ রসত্বে নির্দেশ করিয়াছেন। এতাদৃশ লীলারসের স্মরণ সাধনে সাধকের চিত্তের মালিন্যবশতঃ রসোৎপত্তির স্থলে যাহাতে বৈরস্যোৎপত্তি না হয়, বৈরস্যোৎপত্তিতে অপরাধের সৃষ্টি হইয়া ভজনের মূলেই যাহাতে আঘাত না পড়ে, তাহার জন্যই শ্রীজীবপাদের "শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেৎ...স্মরণং কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি সাবধানবাক্য। "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ" রাসের এই শ্লোকের টীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন "শ্রদ্ধান্বিতঃ অন্যথা রসানুদয়েন পরমভক্ত্যসম্পত্তেঃ", তাৎপর্য্যার্থ এই—শ্রদ্ধান্বিত না হইলে লীলার শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণে রসের অনুদয় হেতু পরা ভক্তি অসম্পন্ন হয় অর্থাৎ পরা ভক্তির উদয় হয় না। এস্থলে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে কামাদি হৃদ্রোগবান্ ব্যক্তিরও লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণে রসের উদয় হইলে পরা ভক্তির আবির্ভাব হইয়া অতি অচিরেই কামাদি হৃদ্রোগের বিনাশ সাধিত হয়। রসের

উদয় না হইয়া যদি বিরস অপরসের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে পরাভক্তি সম্পত্তি লাভ হয় না। সুতরাং শ্রীজীবপাদের "রহস্যলীলা তু পুরুষবদিন্দ্রিয়বিকারে... নোপাস্যা" ইহা সর্ব্বথা স্মরণ রাখিয়া রাগানুগা ভক্তি সাধনে ভাগ্যবান্ লীলা-স্মরণপরায়ণ সাধকব্যক্তি লীলাস্মরণ করিয়া কৃতার্থ হউন, ইহাই আমার প্রার্থনা। আমার উক্তিতে কেহ যেন এই প্রকার মনে না করেন যে, শ্রীভগবদ্ রাসক্রীড়াদির সামান্যতঃ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণে বাধা দিতেছি। সামান্যভাবে রাসক্রীড়াদির যথাযোগ্য ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণে কোন বাধা নাই।

পূর্ব্বোক্ত "কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় রাগ মনোধর্ম্ম, সুতরাং স্মরণই এই রাগানুগা ভক্তিতে মুখ্য সাধন বলা হইয়াছে। এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই, লীলা স্মরণ সাধন বলিতে স্বাভিষ্ট শ্রীভগবান্ এবং ভগবৎ পরিকরের নামরূপগুণবিশিষ্ট লীলারসের মানসিক আস্বাদন করা বা আস্বাদনের নিমিত্ত চেষ্টা করাকে বুঝায়। লীলারসাস্বাদন করিতে হইলে নামরূপগুণ প্রভৃতির স্মরণ হওয়া চাই, নতুবা রসাস্বাদন হয় না। এই প্রকার স্মরণসাধন মনঃপ্রধান সাধন। মন দ্বারা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করার নামই স্মরণ সাধন। এই মন যদি সতত বিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকে, অর্থলাভ লোকযশঃ লোকমধ্যে প্রতিষ্ঠালাভের নিমিত্ত উদগ্র হইয়া এবং তাহার প্রতিঘাতে দম্ভ অভিমানপূর্ণ নিজপ্রাধান্যে যথাতথা প্রায়শঃ ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ হইয়া, হিংসাদি তামসিক রাজসিকভাবে সর্ব্বদাই চঞ্চল থাকে, অথচ সাময়িক ভক্তসঙ্গবশতঃ লীলাকথাশ্রবণাদিতে, লীলাস্মরণের মহিমা শ্রবণে লীলা স্মরণ করিতে যৎকিঞ্চিৎ ইচ্ছা বা শ্রদ্ধার উদয় হইলেই, যদি আমি নির্জ্জন রুদ্ধদ্বার গৃহাদিতে চক্ষু নিমীলন করিয়া লীলাস্মরণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলেই কি আমার লীলাস্মরণ সাধন অনায়াসে সম্পন্ন হইবে? বরং নানাবিধ ভোগলালসাপ্রবণ বিষয়বিক্ষিপ্ত মন আরও অধিকতর বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে। লীলার স্মরণ তখন থাকিবে না, দূষিত চিত্তের দোষসংস্কারসমূহ উদ্‌ঘাটিত হইতেই থাকিবে। তখন লীলার পরিবর্ত্তে স্ত্রীপুত্রধনসম্পত্তি, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ, ধনজনমানাদি উপার্জ্জনের নানাবিধ কলা কৌশল, রোগ শোক ক্ষুৎপিপাসা অর্থাদির অনটন প্রভৃতি, সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের উপায়াদি, কে কবে আমাকে কটূক্তি করিয়াছে বা লাঞ্ছিত বা আমার স্বার্থের প্রতিঘাত করিয়াছে তাহার প্রতিশোধের উপায়াদি নানাবিধ অনুকূল প্রতিকূল প্রাকৃত বিষয় ঘটিত চিন্তনে

অভিভূত হইয়াই আমার স্মরণ সাধন পূর্ণ হইয়া উঠিবে। এইত গেল চিত্তের বিক্ষেপের কথা ; ইহা ভিন্ন নিদ্রা, আলস্য আদি লয়দোষে চিত্তের চিন্তা স্থগিত করে, আমি বিশেষ চেষ্টা করিয়া মনকে অচঞ্চল করিতে প্রয়াস পাইলেও মন হয়ত একেবারেই আমার পুরীতৎ নাড়ীকে সমাশ্রয় করে, অর্থাৎ আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ি। আমার ইহা ব্যক্তিগত বিশেষ অনুভবমূলক কথা। আমার পাঠকবর্গের মধ্যে যদি আমার মত বিক্ষিপ্ত দুরবস্থচিত্ত নবীন সাধক কেহ থাকেন, তাহা হইলে তিনি হয়ত আমার সহিত একমত হইবেন; তাই শ্রীজীবপাদ আমার মত অযোগ্য সাধককে উদ্দেশ করিয়াই উপদেশ দিতেছেন, "শরণপত্ত্যাদিভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেৎ......নামকীর্ত্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ।" এতাদৃশ নবীন সাধক ভক্তের ক্বচিৎ কোনও সময়ে স্মরণ সাধনে আগ্রহ বশতঃ কথঞ্চিৎ মনোস্পর্শরূপ সামান্যতঃ লীলাস্মরণ সম্ভব হইলেও, স্মরণ সাধনের প্রকৃত তাৎপর্য্যরূপ গুণাদি বিশিষ্ট লীলারসের আস্বাদনোপযোগী স্মরণ তাদৃশ মনের দ্বারা কখনই সম্ভব হয় না। মনের দ্বারা পুনঃ পুনঃ অভ্যাসরূপ স্মরণ সাধন করিতে হইলে মনের তাদৃশ যোগ্যতা থাকা চাই। বিষয় বিক্ষিপ্ত অশুদ্ধ মনের লীলাদির পুনঃপুনঃ স্মরণাভ্যাসে যোগ্যতা লাভই মনের শুদ্ধতা। চঞ্চলতা হেতু অশুদ্ধ মনে স্মরণাঙ্গ সাধন হয় না বলিয়াই আমার মত নবীন সাধককে লক্ষ্য করিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে স্মরণ অপেক্ষাও কীর্ত্তন শ্রবণের অধিকতর মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যথা,—"মনসো দুর্নিগ্রহত্বেন স্মরণস্য দুষ্করত্বাৎ তস্মাৎ স্মরণাৎ কীর্ত্তনং বরং শ্রেষ্ঠম্"। মন দুর্নিগ্রহ, দুর্নিগ্রহ মনে স্মরণ সাধন দুষ্কর, এই হেতু স্মরণ অপেক্ষা কীর্ত্তন সাধন শ্রেষ্ঠ। অধিক কথা কি, স্থল বিশেষে অর্চ্চনাঙ্গ সাধনও স্মরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা গোস্বামিপাদোক্তিতে দেখা যায়, যথা,—"অধুনা স্মরণাদীনামপি পূজাঙ্গত্বাৎ পূজায়াঃ শ্রৈষ্ঠ্যমভিপ্রেত্য তস্যা অপি সকাশাৎ নামসংকীর্ত্তনস্য শ্রৈষ্ঠ্যম্" এই স্থলে স্মরণাদি সাধনকে পূজার অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া স্মরণ অপেক্ষা পূজার শ্রেষ্ঠতা দেখাইলেন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে স্মরণ সাধন প্রকরণে নামরূপ গুণলীলা পরিকরাদির স্মরণ সাধন দেখাইতে ক্রমপ্রাপ্ত প্রথম নাম স্মরণ প্রকরণে বলিতেছেন, যথা,—"নামস্মরণং তু শুদ্ধান্তঃকরণতামপেক্ষতে তৎ কীর্ত্তনাচ্চাবরং" অর্থাৎ

ভগবন্নামের স্মরণ সাধন করিতে সাধকের শুদ্ধান্তঃকরণতাকে অপেক্ষা করে, তদ্ধেতু কীর্ত্তন হইতে স্মরণটী কনিষ্ঠ। এস্থলে লক্ষের বিষয় এই যে স্মরণ সাধনে প্রথমতঃ নাম স্মরণ সাধন, তদনন্তর ক্রমপ্রাপ্ত রূপ স্মরণ সাধন, তদনন্তর গুণস্মরণ সাধন, তদনন্তর লীলা পরিকরাদির স্মরণ সাধন, ইহাই সাধনের ক্রম। যদি প্রাথমিক নাম স্মরণ সাধনে সাধকের শুদ্ধান্তঃকরণতার অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে ক্রমপ্রাপ্ত তদপেক্ষা আয়াসকর সূক্ষ্ম এবং স্থিররূপে চিন্তনীয় রূপ-স্মরণ সাধনে, তদপেক্ষা অধিকতর স্থৈর্য্য সহকারে চিত্তের সূক্ষ্ম চিন্তনীয় গুণ পরিকরলীলা সেবার স্মরণ সাধনে সাধকের অন্তঃকরণের শুদ্ধতা অধিক অপেক্ষা করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং যে সকল নবীন সাধকের দুর্নিগ্রহ মনে পরিকর লীলা সেবা স্মরণের পুনঃ পুনঃ অভ্যাসরূপ সাধন দুষ্কর বলিয়া বোধ হয়, তাঁহারা যদি স্বাভীষ্ট লীলাগ্রন্থের শ্রবণ কীর্ত্তনে অধিকতর মন নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পক্ষে উহা পরম হিতকরই হইবে।

রাগানুগা ভক্তিমার্গে "কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীচক্র-বর্ত্তিপাদের "স্মরণস্যাত্র রাগানুগায়াং মুখ্যত্বং রাগস্য মনোধর্ম্মত্বাৎ" এই উক্তিতে স্মরণ সাধনের শ্রেষ্ঠতা দেখা যায়,—তাহা শ্রবণ কীর্ত্তনকে উল্লঙ্ঘন করিয়া নহে, প্রত্যুত স্মরণসাধন কীর্ত্তনসাধনের অধীন থাকিয়াই নিজের মুখ্যতা রক্ষা করিবে। "অত্র রাগানুগায়াং যন্মুখ্যস্য তস্যাপি স্মরণস্য কীর্ত্তনাধীনত্বমবশ্যং বক্তব্যমেব"—রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকার এই বাক্যে এবং শ্রীজীবের "নামকীর্ত্তনা-পরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ" এই বাক্যে তাহা সুস্পষ্টই বুঝা যায়।

রাগানুগামার্গে বস্তুতঃ গোস্বামিপাদোক্তমতে, যাঁহারা অধিকারী হইয়া সাধনে প্রবর্ত্তিত হন, বিশেষতঃ তাদৃশ রাগানুগভজনপক্ক সৎমহাপুরুষসঙ্গময় কৃপা লাভ করিয়া সাধনে প্রবিষ্ট হন, তাঁহাদের স্বাভীষ্ট লীলাপরিকরের ভাব মাধুর্য্যে প্রবল লোভই অন্তঃকরণের শুদ্ধতা সম্পন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ সাধনের যোগ্য করিয়া তুলে। অধিকার্য্য বিষয়ে যাঁহার অধিকার আছে তাঁহাকেই অধিকারী বলা যায়। অধিকার্য্য লীলাদির স্মরণে অধিকার যোগ্যতা লীলা পরিকরাদির ভাব মাধুর্য্যের লোভই সম্পন্ন করে। দেখা যায় যে বিষয়ে যাহার লোভ উৎপন্ন হয় লোভের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষয়ে তাহার চিত্তের একাগ্রতাও আসে। লোভ্যবস্তু বিষয়ক স্মরণও তাহার পক্ষে সহজ

হয়, সুতরাং রাগানুগা ভক্তিতে অধিকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অধিকার্য্য স্মরণাদি সাধনে যোগ্যতাভাবলুব্ধ মনের স্বাভাবিকই থাকে ; কিন্তু যে স্থলে বস্তুতঃ অধিকারিত্বের মূলে লোভ নাই, কেবল শাসন দ্বারাই স্মরণ সাধনে প্রবৃত্ত করাইতে হয়, সেই স্থলেই চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। দুঃখের বিষয় আমার ন্যায় নবীন সাধককে শাস্ত্রের শাসন বাক্য এবং রাগানুগাভক্তির আধুনিক প্রচারকের তর্জ্জন গর্জ্জন তিরস্কারময় বাক্য ভয়ে এবং অসাম্প্রদায়িক হওয়ার ভয়ে রাগানুগা ভক্তিমার্গে অধিকারী হইতে হয়, সুতরাং লীলাপরিকরাদির ভাব মাধুর্য্যে প্রকৃতভাবে লোভ রহিত কেবলাত্র শাস্ত্র শাসন এবং সাম্প্রদায়িক ভয়ে ভীত, আমার মত রাগানুগা ভক্তিমার্গে স্মরণ সাধনে প্রবর্ত্তিত দুর্নিগ্রহমনা নবীন সাধকের পক্ষে লীলাদির স্মরণ সাধনে শুদ্ধান্তঃকরণতার অপেক্ষা নিশ্চয়ই করিতে হয়। এতাদৃশ রাগানুগা ভক্তি সাধকের পক্ষে নির্জ্জন গৃহাদিতে মানসিক স্মরণ সাধনের বহুবায়াস না করিয়া শ্রীলীলাগ্রন্থের কীর্ত্তন শ্রবণই পরম হিতকর। উক্ত শ্রবণ কীর্ত্তনই তাদৃশ সাধকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাগানুগা সাধন ; কেন না তথাদৃশ সাধক নির্জ্জন গৃহাদিতে স্মরণ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া "কুঞ্জাদ্ গোষ্ঠং ... ..." ইত্যাদি শ্লোক, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত বা শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত বা স্মরণমঙ্গলদণ্ডাত্মিকা প্রভৃতি লীলাগ্রন্থের অনুবাদাদির কিয়দংশ আক্ষরিক আওড়ানরূপ যৎকিঞ্চিৎ স্মরণকেই স্মরণ সাধনের সার্থকতা হইল বলিয়া মনে করেন, এবং ইহাই রাগানুগা-ভক্তির একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন হইল এবং লীলাগ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ মাত্রের মনে মনে আওড়ানরূপ স্মরণ না করিলেই রাগানুগা ভক্তি সাধনই হইল না, এই প্রকার ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, বস্তুতঃ নিজে স্মরণ সাধণের যোগ্য হউন বা না হউন, স্মরণসাধন শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদিকে লঘু সাধন মনে করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে শৈথিল্য আনিলে ভ্রান্তপথেই পরিচালিত হইবেন। যদিও "যথাকথঞ্চিৎ মনসানুসন্ধানং স্মরণম্"—যে কোনও প্রকারে মনের দ্বারা অনুসন্ধানের নামই স্মরণ,ভগবদ্বিষয়ে যথা কথঞ্চিৎ মনের স্পর্শ হইলেই স্মরণ বলা যায়, এই প্রকার যথা কথঞ্চিৎ মনের স্পর্শরূপ স্মরণও ভক্ত্যঙ্গ, জীবের পরম কৃতার্থকর, তথাপি শ্রীগোস্বামিমতে তাদৃশ স্মরণ অপেক্ষা কীর্ত্তনের মহিমাই অধিক। শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতেও যথা কথঞ্চিৎ মনের স্পর্শরূপ সামান্যতঃ স্মরণ স্বতঃই সিদ্ধ হয়, প্রত্যুত স্মরণ বিশেষেরও কীর্ত্তনদ্বারা উৎপত্তি হয়। ইহা বিশেষ বিবেচ্য।

প্রিয় পাঠকবর্গ! শ্রীভক্তিসন্দর্ভের "শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেৎ…স্মরণং কুর্য্যাৎ," "নামস্মরণং তু শুদ্ধান্তঃকরণতামপেক্ষতে," শ্রীহরিভক্তিবিলাসের "মনসো দুর্নিগ্রহত্বেন স্মরণস্য দুষ্করত্বাৎ" ইত্যাদি বাক্যগুলি পড়িয়া, স্মরণ সাধন সম্বন্ধে যাহা কিছু এই গ্রন্থে বলিলাম এবং মল্লিখিত "সাধনকুসুমাঞ্জলি" নামক গ্রন্থে যৎকিঞ্চিৎ যাহা বলিয়াছি, তাহাতে শ্রীভগবদ্ ভক্তিমার্গে অধিকারীর বিচার তুলিয়া ভক্তিমহিমার অপকর্ষ করিয়া শ্রীভক্তিদেবীর চরণে অপরাধী হইতেছি, ইহা যদি মনে করেন তাহা হইলে আমার প্রতি অবিচারই করা হইবে আমি মনে করি। আমি শ্রীভক্তিদেবীর মহিমার অপকর্ষ করিতে চেষ্টা করিতেছি না, আমি জ্ঞান কর্ম্ম যোগাদি সাধনে অধিকারিত্বের সঙ্কোচের ন্যায় ভক্তিমার্গে অধিকারিত্বের সঙ্কোচ করিতেছি না। "ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা" এই শাস্ত্রবাক্য আমার সর্ব্বতঃ শিরোধার্য্য, ভক্তিমার্গে জীবমাত্রেরই সামান্যতঃ অধিকার আছে এই দৃঢ়বিশ্বাসেই মাদৃশ অধম জনও শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপায় শ্রীভাগবতী ভক্তিমার্গের দ্বারদেশে আজ দণ্ডায়মান হইয়াছে। স্বরূপতঃ ভগবানের আহ্লাদিনী শক্তির সার সমবেত সম্বিৎ শক্তির সাররূপা পরমা শক্তি ভাগবতী শ্রীভক্তিদেবী স্বরূপযোগ্যতায় বা ফলোৎপাদনে সর্ব্বথা নিরঙ্কুশা, দেশকাল পাত্র দ্বারা পরিচ্ছিন্না নহেন। ভক্তিদেবী ফলোৎপাদনে দাহ আদি কর্ম্মেতে বহ্নি আদির ন্যায় কোন অপেক্ষা রাখেন না, সুতরাং শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে মূষিকাদি অতি মূঢ়েতেও শ্রদ্ধা বিনাও ভক্তির ফল দেখা যায়, কর্ম্মাদির ন্যায় উহা বিফল নহে। "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা" এই প্রকার শাস্ত্রোক্তি স্পষ্টই আছে। কিন্তু সাধনক্ষেত্রে জ্ঞানবলদুর্ব্বিদগ্ধ ব্যক্তিতে তদ্বৈপরীত্য হেতু আর্দ্রেন্ধনাদিতে বহ্নি শক্তির ন্যায় ক্বচিৎ ক্বচিৎ ভক্তি শক্তিও বাধিতা হন, ইহাও শাস্ত্রে দেখা যায়।

ভগবৎপরাশক্তি শ্রীভক্তিদেবী সর্ব্বত্র দেশকাল পাত্রে স্বীয় ফলপ্রদানে স্বরূপযোগ্যতায় সর্ব্বতো নিরঙ্কুশা নিরপেক্ষা হইয়াও সাধকের সাধনভূমিকাস্থলে সাধকের সাধন যোগ্যতার ক্রমবিকাশ অবলম্বন করিয়াই ফলোপধায়করূপে আবির্ভূতা হয়েন। অর্থাৎ ভক্তিদেবী সাধকের ভজন দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি, ভজনে নিষ্ঠা রুচি আসক্তি ইত্যাদি সাধন যোগ্যতার ক্রম অবলম্বন পূর্ব্বকই ক্লেশনাশ, শুভদায়কত্ব, মোক্ষসুখতুচ্ছীকৃতত্ব, সুদুর্ল্লভত্বাদি স্বীয় ফল প্রদান সহ যথাক্রমে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। ইহা শ্রীপাদরূপগোস্বামীর "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ

সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।। অথাসক্তিস্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।" বাক্যেই সুস্পষ্ট পাওয়া যায়। এস্থলে ভক্তিদেবীর আবির্ভাবে সাধকের সাধন যোগ্যতার অপেক্ষা আছে বলিয়া ভক্তির নিরঙ্কুশ নিরপেক্ষতার যেমন হানি হয় না, তেমনি স্মরণাঙ্গ ভক্তি, সাধকের শুদ্ধান্তঃকরণতাকে অপেক্ষা করে বলিলে ভক্তির নিরঙ্কুশনিরপেক্ষতার হানি হয় না। নতুবা শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীভক্তিদেবীর নিরপেক্ষতার হানি করিয়া "নামস্মরণং তু শুদ্ধান্তঃকরণতামপেক্ষতে" ইহা বলিতেন না।

সরল বুদ্ধি কেহ কেহ সন্দেহ উত্থাপন করিয়া আমার মত নবীন সাধকের ভ্রমোৎপাদক তর্ক তুলিয়া বলেন যে—"ভক্তি যখন নিরপেক্ষা, তখন শুদ্ধান্তঃ-করণতার জন্য ভক্ত্যঙ্গ সাধনই ভক্তের কর্ত্তব্য, সুতরাং লীলা স্মরণ করিতে করিতেই সাধকের অশুদ্ধ অন্তঃকরণ লীলার প্রভাবেই শুদ্ধ হইবে।" এই কথা আপাততঃ বড়ই রমণীয়। সত্য বটে! ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধাবান্ বা লোভবান্ ভক্ত্যধিকারী ব্যক্তি ভক্তিসাধনেই প্রবৃত্ত হইবেন। ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত সাধকের চিত্তশুদ্ধ্যাদির জন্য ভক্ত্যঙ্গ সাধন ভিন্ন জ্ঞান কর্ম্মাদি সাধনের অপেক্ষা নাই, কেন না—"ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা", "ভক্তিপ্রবেশস্য হেতুর্ভক্তিরীরিতা," "উত্তরোত্তরভক্তিপ্রবেশস্য হেতুঃ পূর্ব্বপূর্ব্বভক্তিরেব", ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে স্থলে নানাবিধ বিষয়ে বিক্ষিপ্তচিত্ত ভক্ত্যঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা বা লোভবান্ নবীন সাধকের স্মরণাঙ্গ ভক্তিসাধন দুর্নিগ্রহ মনের বহ্বায়াসেও দুষ্কর হয়, সেরূপ ক্ষেত্রে বহ্বায়াসসাধ্য দুষ্কর তদপেক্ষা অধিকতর দুষ্কর নামরূপগুণবিশিষ্ট লীলার স্মরণদ্বারা আবার লীলাস্মরণেরই যোগ্য অন্তঃকরণের শুদ্ধতা লাভ হইবে, তারপরে লীলার স্মরণ শুদ্ধ হইয়া উঠিবে, এইরূপ মনে করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে শ্রীলগোস্বামিমতে তাহা সমীচীন হইবে না, এবং সাধন পথও সুগম হইবে না। কেননা, প্রথমতঃ তাদৃশ অশুদ্ধান্তঃকরণে লীলার পুনঃ পুনঃ মানসিক অভ্যাসরূপ স্মরণ সাধনই সম্ভব হয় না, সুতরাং স্মরণের দ্বারা স্মরণ সাধনের যোগ্য শুদ্ধান্তঃকরণতালাভ ফলতঃ বহ্বায়াসসাধ্য দুষ্করই রহিয়া গেল। শ্রীলগোস্বামীর অভিপ্রেত কিন্তু তাহা নহে। উত্তরোত্তর ভক্তি প্রবেশের হেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তি এই বাক্যের তাৎপর্য্য

এই যে স্মরণাঙ্গ ভক্তি সাধনে প্রবেশের হেতু ক্রমপ্রাপ্ত তৎপূর্ব্ব ভক্ত্যঙ্গ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিকেই বুঝিতে হইবে। ইহাতে ভক্ত্যঙ্গ ভিন্ন অন্য সাধনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা করিতে হইতেছে না। ভক্ত্যঙ্গ শ্রবণ কীর্ত্তনের দ্বারাই স্মরণোপযোগী স্বাভিষ্টচিন্তনীয় বিষয়ের দ্বারা চিত্ত সংস্কারাবদ্ধ হইয়া স্মরণের যোগ্য শুদ্ধান্তঃকরণতালাভ অনায়াসেই হয়। শ্রীল গোস্বামী স্মরণাঙ্গ ভক্তি-সাধনের উপযোগী উপায় নিজেই বলিতেছেন, যথা—"অথ শরণাপত্ত্যাদিভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেৎ এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিত্যাদি ন্যায়েন নামকীর্ত্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ।" এই স্থলে স্মরণযোগ্য শুদ্ধান্তঃকরণতা লাভের উপায় "শরণাপত্তি আদি" গোস্বামী স্বয়ংই বলিয়াছেন। বিবেচক পাঠক! যদি ভক্তিসন্দর্ভে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে গোস্বামিপাদ "শরণাপত্তি" এবং "আদি" শব্দের দ্বারায় কি নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট বুঝিবেন। শ্রীগোস্বামিপাদ প্রথমতঃ শরণাপত্তি, তদনন্তর শ্রীগুর্ব্বাদি সৎসেবা অর্থাৎ শ্রীগুরু শুশ্রূষণ বৈষ্ণব শুশ্রূষণাদি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভগবৎ কথাময় তাঁহাদিগের সঙ্গে ভগবচ্ছ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধনের দ্বারায় সাধকের ভগবল্লীলাদি স্মরণের যোগ্য শুদ্ধান্তঃকরণতা অনায়াসেই লাভ হয়। আমার লিখিত "শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভক্তিকুসুমাঞ্জলি" নামক গ্রন্থে এতদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি।

ভক্তিমার্গের, বিশেষতঃ রাগানুগা ভক্তিমার্গের অপকর্ষ সাধন করিয়া অধিকারী অনধিকারীর বিচার তোলা আমার অভিপ্রেত নহে। সাধনভূমিতে সাধকের বিশেষ বিশেষ ভক্তিসাধন ক্রিয়ার যোগ্যতা অযোগ্যতার কথাই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। সাধকের ভগবদ্‌বিষয়ক ভক্তিসাধন ক্রিয়া কায়িক বাচিক মানসিক ইন্দ্রিয়সাধ্য ব্যাপার। কোথাও কায়প্রধান, কোথাও বাক্যপ্রধান, কোথাও মনঃপ্রধান রূপে সাধনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সামান্যভাবে মনের যথাকথঞ্চিৎ স্পর্শরূপ স্মরণক্রিয়া কায়িক ব্যাপারেও আছে, বাচিক ব্যাপারেও আছে, মানসিক ব্যাপারেও আছে। সামান্যতঃ মনের সংযোগ না থাকিলে কায়িক বাচিক কোন ব্যাপারই সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং শ্রবণ, কীর্ত্তন, অর্চ্চনাদি সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ সাধনেই সামান্যতঃ স্মরণ সাধন অন্তর্নিহিত আছেই। এইরূপে শ্রবণ, কীর্ত্তন, অর্চ্চন, বন্দনাদি প্রত্যেক ভক্তির অঙ্গে স্মরণ সাধন অন্তর্নিহিত থাকিলেও কেবলমাত্র মনের দ্বারা মনঃপ্রাধান্যে

স্মরণ সাধনকে বিশেষভাবে একটি পৃথক সাধনরূপেও গণ্য করা হইয়াছে। এই স্মরণাঙ্গ ভক্তিসাধন ক্রিয়ায় মনই ব্যাপারবান্ অসাধারণ কারণরূপ করণ। স্মরণ সাধনক্রিয়ায় এই মনোরূপ করণেরই যোগ্যতার উপর লক্ষ্য করিয়াই আমার লিখিত "সাধনকুসুমাঞ্জলি" পুস্তকে স্মরণ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়াছি। এই পুস্তকেও, যে মনের দ্বারা স্মরণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবে, নানাবিধ বিষয় বিক্ষিপ্তচিত্ত নবীন সাধকের স্মরণ ক্রিয়ায়, সেই মনেরই যোগ্যতাযোগ্যতার কথাই, শ্রীজীবগোস্বামিপাদের "স্মরণং শুদ্ধান্তঃকরণতামপেক্ষতে", শ্রীপাদ সনাতনের "বহ্বায়াসেনৈব তৎ সাধ্যতে", "মনসো দুর্নিগ্রহত্বেন স্মরণস্য দুষ্করত্বাৎ" বাক্য উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিয়াছি। শ্রীলগোস্বামিপাদবর্গের পরমহৃদ্য সর্ব্বতোঽনবদ্য রাগানুগাভক্তি মার্গে লীলাদির স্মরণসাধনে সাধকের ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত এই আলোচনা উত্থাপিত করি নাই। বস্তুতঃ রাগানুগাভক্তিমার্গে "মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম, যুগল বিলাস স্মৃতিসার। সাধন স্মরণলীলা, ইহাতে না কর হেলা, কায়মনে করিয়া সুসার॥" এই পরমাপ্ত বাক্য রাগানুগা ভক্তি সাধকের কণ্ঠহারতুল্য; ইহাতে সন্দেহ নাই। যে মহাভাগ্যবান্ সাধকব্যক্তি শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপামৃতে অভিসিঞ্চিত হইয়া শ্রীভগবল্লীলাদির স্মরণ সাধনোপযোগী শুদ্ধান্তঃকরণতা লাভ করিয়াছেন, তিনি প্রাণ ভরিয়া লীলাদির মানসিক স্মরণ সাধনে কৃতকৃতার্থ হউন। যাঁহারা তাদৃশ স্মরণ সাধনের যোগ্যতা লাভ করেন নাই, তাঁহারা তদ্‌যোগ্যতা লাভের উপযোগী ভগবচ্ছরণাপত্তি, শ্রীগুরুবৈষ্ণবশুশ্রূষাদি, এবং তাঁহাদের সঙ্গে স্বাভীষ্টলীলাকথাদির শ্রবণকীর্ত্তনাদির দ্বারা যোগ্যতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হউন। ইহাই আমার বক্তব্য।

কিন্তু—ভক্তিমার্গে স্থলবিশেষে অধিকারীর বিচার তুলিলেই যে অপরাধী হইতে হইবে, ইহা আমার বুদ্ধির অগম্য। প্রত্যুত ইহাকে আমি ভ্রান্ত ধারণা বলিয়াই মনে করি। মনে করুন কোন ব্যক্তি ভগবন্নামাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন, বন্দনাদি করেন; কিন্তু তিনি অদীক্ষিত; তিনি কি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহাদির অর্চ্চনে অধিকারী হইবেন? ঋষিশাস্ত্র এবং গোস্বামিশাস্ত্রের অভিপ্রায়—অদীক্ষিত ব্যক্তি অর্চ্চনে অধিকারী নহে, যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—

দ্বিজানামনুপনীতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু॥

তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্‌॥

অস্যার্থঃ—দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও, যাবৎ উপনয়ন সংস্কার না হয় তাবৎকাল দ্বিজোচিত কর্ম্ম বেদাধ্যয়নাদি কর্ম্মসমূহে যেমন অধিকার হয় না, উপনয়নের অনন্তরই বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকার হয়, সেই প্রকার মন্ত্রদেবার্চ্চনাদি কর্ম্মে অদীক্ষিত ব্যক্তি সকলের অধিকার নাই; তদ্ধেতু অর্থাৎ মন্ত্রদেবাদি অর্চ্চন করিতে হইলে নিজেকে শিবসংস্তুত করিবে, অর্থাৎ দীক্ষিত হইবে। এস্থলে "নাধিকারোঽস্তি", সাক্ষাৎ অধিকার শব্দের প্রয়োগ করিয়া অর্চ্চনাঙ্গ ভক্তিতে অদীক্ষিত ব্যক্তি অধিকারী নহে ইহা সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করিলেন। এস্থলে শ্রদ্ধার দোহাই বা রুচির দোহাই দিয়া, অর্থাৎ হউক না কেন অদীক্ষিত, যখন বিগ্রহার্চ্চনে শ্রদ্ধা আছে, বা রুচি, আগ্রহ আছে, বিশেষতঃ যখন ভক্তিধর্ম্মে কোন অধিকারী অনধিকারীর বিচার নাই, বিশেষতঃ যখন শাস্ত্র "বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব হি" ইত্যাদি বলেন, তখন অদীক্ষিত ব্যক্তির বিগ্রহাদির অর্চ্চনে দোষ হইতে পারে না, কেন না ভক্তিধর্ম্মে অধিকারী অনধিকারীর কথাই উঠে না, ইত্যাদিরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া সরলব্যক্তির নিকট ভক্তির মহিমা খ্যাপন করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে, তাহা কি সৎ-শাস্ত্র সদাচারানুমোদিত হইবে? এস্থলে অদীক্ষিত ব্যক্তির শ্রবণ কীর্ত্তন বন্দনাদি ভক্ত্যঙ্গে অধিকার থাকিলেও অর্চ্চনাঙ্গ ভক্তিতে অধিকার নাই। আবার অদীক্ষিত ব্যক্তির অর্চ্চন ভক্তিসাধনাঙ্গে অধিকার না হইলে, ভগবচ্ছ্রবণ কীর্ত্তন বন্দনাদি ভক্ত্যঙ্গে তাহার অধিকার নাই, অর্থাৎ সে ব্যক্তি শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতেও অনধিকারী, ইহা বলা যায় না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সামান্য ভাবে ভক্তিতে জীবমাত্রেরই সামান্যাধিকার থাকিলেও, বিশেষ বিশেষ ভক্ত্যঙ্গের বিশেষ বিশেষ স্থলে সামান্যাধিকার লাভের পরেও বিশেষাধিকার লাভ করা চাই। যেমন, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গে ব্যক্তিমাত্রেই সামান্যরূপে অধিকারী হইলেও, ভগবদ্‌ বিগ্রহার্চ্চনরূপ ভক্তির অঙ্গ বিশেষে যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণরূপ বিশেষাধিকার লাভ করিতে হয়। ইহার কারণানুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে, ভক্তির উপর অধিকার বিচার তুলিয়া ভক্তি মহিমার অপকর্ষ করা নহে; প্রত্যুত, ভক্তি সাধনাকারীর ভক্তি বিশেষের সাধনক্রিয়ায় করণযোগ্যতালাভ

এবং করণাযোগ্যতার নিমিত্তই এই প্রকার বিধিনিষেধ। যে বাহ্য দেহের দ্বারা শ্রীবিগ্রহাদির অর্চ্চন করিতে হইবে, বাহ্যিকার্চ্চনে ঐ দেহই অর্চ্চনক্রিয়া-নিষ্পত্তির প্রধান করণ। বাহ্যার্চ্চনাঙ্গ ভক্তিতে অদীক্ষিত ব্যক্তির দেহ শাস্ত্র দৃষ্টিতে অযোগ্য বিধায়, যথাবিধি দীক্ষাগ্রহণ এবং দীক্ষাধর্ম্মাচরণ দ্বারাই অর্চ্চনের প্রধান করণ দেহ অর্চ্চনযোগ্য হয়। তখন সেই ব্যক্তি অর্চ্চনাঙ্গ ভক্তিতে অধিকারী; অন্যথা অধিকারী নহে। এই প্রকার বিশেষ বিশেষ স্থলে ভক্তিমার্গে অধিকারীর বিধিনিষেধ তুলিলে যে ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধ হইয়া পড়িবে, ইহা মনে করা ভ্রান্ত ধারণা নহে কি ?

আমার প্রতি স্নেহশীল পাঠকবর্গ! আরও একটু বিচার করুন—যথাশাস্ত্র বিধিপূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভগবদ্‌বিগ্রহার্চ্চনে অধিকার লাভ করিলেও যেমন "খাইতে শুইতে যথাতথা নাম লয়।" "ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরের্নামনি লুব্ধক ॥," এই প্রকার খাইতে শুইতে, উচ্ছিষ্টাদি অবস্থায়, যখন তখন যথেচ্ছভাবে, শ্রদ্ধা রুচির দোহাই দিয়া সামর্থ্য সত্ত্বেও অস্নানে, বা অপবিত্র দেহে, অপবিত্র বসনাদিযুক্ত থাকিয়া শ্রীবিগ্রহার্চ্চন করা যাইবে কি? এবং তাহা কি শাস্ত্র সদাচারসম্মত সাধন হইবে? "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী" মুখে বলিয়া, বস্তুতঃ শাস্ত্রার্থাবধারণজাত বিশ্বাসই শ্রদ্ধা এই প্রকৃত অর্থের অনুভব না করিয়া, যদি উক্তপ্রকার যথেচ্ছভাবে বিগ্রহাদি অর্চ্চনে আমি প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে তাহাতে কি আমার সাধন সুষ্ঠু হইবে, না সাধনাভাসমাত্র হইয়া প্রচুর সেবাপরাধই হইবে, ইহা একবার ভাবুন। বস্তুতঃ দীক্ষাদ্বারা দেহের অর্চ্চনযোগ্যতালাভ করিলেও, দীক্ষাধর্ম্মাঙ্গ যথাযোগ্য স্নানাচমনাদি সদাচার প্রতিপালন না করিলে, প্রত্যুত দীক্ষাধর্ম্মবিরুদ্ধ কদাচরণ করিলে দীক্ষালব্ধ যোগ্যতাও তিরোহিত হয়। সুতরাং ভক্তিশাস্ত্রমতে দীক্ষামাত্রগ্রহণকারীরও যথাযোগ্য দীক্ষাঙ্গ ধর্ম্মের অপ্রতিপালনে, ভগবদ্‌বিগ্রহার্চ্চনাঙ্গ ভক্তিতেও অধিকার থাকে না, ইহা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সদাচারসিদ্ধ মত। দীক্ষা গ্রহণ করিয়াও দীক্ষাধর্ম্মবিরোধী মৎস্যাদি নিষিদ্ধ, ভগবদনিবেদ্য বস্তুর আহারাদি, শ্রীএকাদশ্যাদি ভগবদ্‌ব্রতের প্রতিপালন না করা প্রভৃতি দ্বারা দীক্ষালব্ধ শ্রীবিগ্রহাদ্যর্চ্চনযোগ্যতার অন্তর্দ্ধান হয়।

আবার দেখুন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র মতে শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহাদির অর্চ্চনে

যথাশাস্ত্র বিধিপূর্ব্বক দীক্ষিত স্ত্রী-শূদ্রাদিরও অধিকার আছে। সুতরাং তাদৃশ স্ত্রীগণও শ্রীবিগ্রহার্চ্চনে অধিকারী (অবশ্য সর্ব্বত্র এই ব্যবহার দেখা যায় না)। এই প্রকার স্ত্রীগণ অধিকারী হইলেও রজঃস্বলাবস্থা স্ত্রীব্যক্তি ঐ অধিকারের দাবী করিয়া বা শ্রদ্ধা রুচির নাম করিয়া, অথবা 'সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বত্র, সর্ব্বব্যক্তিই ভক্তির অধিকারী," "অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা" এই শ্লোক আওড়াইয়া শ্রীবিগ্রহার্চ্চনে অধিকারী হইবে কি? এই প্রকার অধিকারিত্বের দাবী শাস্ত্র বা সদাচারসম্মত নহে। কারণ যে দেহের দ্বারা শ্রীবিগ্রহাভ্যর্চ্চন করিতে হইবে, স্ত্রীলোকের রজঃপ্রবৃত্তিকাল পর্য্যন্ত সেই দেহ, প্রত্যক্ষরূপে অপবিত্র থাকায়, শ্রীবিগ্রহাদির স্পর্শনার্চ্চনাদির যোগ্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া আবার রজঃস্বলাবস্থায় স্ত্রীব্যক্তি যথাযোগ্যভাবে ভগবচ্ছ্রবণ কীর্ত্তন, দূর হইতে ভগবদ্‌বিগ্রহাদি দর্শন বা স্মরণ দ্বারা মানসিকার্চ্চন, মানসিকমন্ত্রস্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধনে অনধিকারী নহে। যথাযোগ্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদি কোন কোন ভক্ত্যঙ্গে রজঃস্বলাবস্থায় স্ত্রীব্যক্তি অধিকারী বলিয়াই যে শ্রীবিগ্রহাদির অর্চ্চন স্পর্শনাদি বিশেষ বিশেষ ভক্ত্যঙ্গেও অধিকারী হইবেন, ভক্ত্যধিকারিত্বের দোহাই দিয়া এই প্রকার দাবী শাস্ত্র সদাচারসম্মত নহে। কারণ, করণ যোগ্যতার অভাব। সাধকের করণযোগ্যতার উপর লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ বিশেষ ভক্ত্যঙ্গ বিষয়ে, যাহা অধিকারানধিকারের কথা বলা হয়, তাহা ভক্তিমার্গে ভক্তির অপকর্ষ করিয়া বা রাগানুগা ভক্তির উপর আঘাত দিয়া অপরাধ সঞ্চয় করা হয় না।

"সাধনকুসুমাঞ্জলি" পুস্তকে রাগানুগা ভক্তিসাধন বিষয়ে এবং স্মরণাঙ্গ ভক্তিসাধন সম্বন্ধে যাহা দুই চারি কথা বলিয়াছি, এবং এতৎ প্রবন্ধেও যাহা বলিতেছি, তাহা উপরোক্ত প্রকার সাধকের বিশেষ বিশেষ ভক্ত্যঙ্গ সাধনক্রিয়ায় করণযোগ্যতার উপর লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছি। শ্রীভক্তিদেবীর স্বরূপ যোগ্যতায় অধিকারী অনধিকারীর বিচার করিতেছি না। স্মরণাঙ্গ ভক্তিসাধনে সন্দর্ভ শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি গ্রন্থে শ্রীপাদ সনাতন জীবাদি যে সকল কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ বিবৃতি বলিয়াছি।

ফলানুরূপ সাধন এবং সাধনানুসারী ফল, সর্ব্বত্র পরমার্থিকশাস্ত্রে সাধ্য

সাধনের এই প্রকার সম্বন্ধ স্বীকার করা যায়। শ্রীগোস্বামিসম্মতভক্তিশাস্ত্রে প্রতিপাদ্য ভক্তির পরমান্তরঙ্গ ফল, বৃন্দাবন নিকুঞ্জে শ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গ প্রেমসেবাই। ইহাই সাধ্যবস্তু। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবারূপ সাধ্যবস্তুর অনুরূপ সাধনই সখীভাবে রাগানুগাভক্তি। "সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি। সখী ভাবে যেই তার করে অনুগতি॥ রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে অন্য নাহিক উপায়॥" শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীর এই পয়ার চতুষ্টয় দ্বারা ইহা সুনির্ণীত হইতেছে।

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকরজনের ভাবের অনুগতি ভিন্ন ভক্তির রাগানুগাত্ব সিদ্ধ হয় না। চিরতপস্যা দ্বারাও লক্ষ্মীর গোপীত্বলাভ না হওয়াই ইহার দৃষ্টান্ত। আবার শ্রুতিগণও গোপীর আনুগত্যভাবে তপস্যা দ্বারা এবং দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ গোপ্যানুগত্যে তপস্যা দ্বারা গোপীত্ব লাভ করিয়াছিলেন ইহা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। লক্ষ্মীর গোপীত্বলাভে আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও অর্থাৎ গোপীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ সহ রাসাদি বিহারে আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও, এবং সেই আকাঙ্ক্ষাপূর্ত্তির নিমিত্ত তপস্যা করিলেও, গোপীজনার অনুগতভাব এবং গোপীগর্ভোৎপন্নত্ব স্বীকার না করায়, লক্ষ্মীর গোপীত্ব সিদ্ধ হয় নাই। "যথা তল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ। ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনি ন স্তথা॥" অর্থাৎ শ্রুতিগণ শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিয়া বলিতেছেন, হে ভগবন্, তোমার নিত্যলোক শ্রীবৃন্দাবনবাসিনী গোপিকা সকল তোমাকে রমণ মনে করিয়া যে প্রকার কামতত্ত্ব দ্বারা, অর্থাৎ শুদ্ধপ্রেমময়বিলাসরূপ কামক্রীড়া দ্বারা ভজন করিতেছে, আমাদেরও সেই প্রকার, অর্থাৎ গোপিকা-সাদৃশ্য কামতত্ত্বের দ্বারা তোমার সেবা করিতে বাসনা জাত হইতেছে। এই বায়বীয় পুরাণ বাক্য দ্বারা, এবং "বয়মপি তে সমাঃ" (অর্থাৎ গোপিকাদের ন্যায় আমরাও) এই শ্রীমদ্‌ভাগবত বাক্য দ্বারা শ্রুতিগণের গোপিকার আনুগত্যে কৃষ্ণসেবার লালসা সুস্পষ্টই নির্ণীত হইয়াছে। রাগানুগা ভজনের দৃষ্টান্ত স্থল শ্রীগোপালমন্ত্রোপাসক দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের তত্র সমাগত শ্রীরামসীতাদর্শনে পূর্ব্বসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রতি এবং গোপীবিষয়িনী ভক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। "পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥ তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।" অর্থাৎ শ্রীগোপাল-

মন্ত্রোপাসক দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া তদপেক্ষা অধিক মাধুর্য্যাদিগুণসম্পন্ন সুবিগ্রহ স্বীয়েষ্ট শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই পদ্মপুরাণ বাক্য দ্বারা সেই মুনিগণের গোপ্যানুগত্যে রাগানুগা ভক্তি সূচিত হইয়াছে। সাধকের সিদ্ধ দশায় সাক্ষাৎ গোপীত্ব পদবী লাভ করিয়া গোপীজনবল্লভের সেবাসাধ্য লাভ করিতে হইলে, গোপ্যানুগতিময়ী রাগানুগাভক্তিই একান্ত সাধন। পূর্ব্বে বলিয়াছি নিত্যসিদ্ধজনের অনুগতি ভিন্ন ভক্তির রাগানুগাত্ব সিদ্ধ হয় না। গোপিকার রাগের আনুগত্যভাবময়ী ভক্তিই গোপীভাবে রাগানুগাভক্তি নামে প্রসিদ্ধ। সাধকের সাধনাবস্থায় গোপিকার রাগের আনুগত্যময়ী রাগানুগাভক্তির সাধন বলিতে তাঁহাদের রাগের অনুগমন করাকেই বুঝায়। গোপিকার রাগের অনুগমনাত্মিকা রাগানুগা ভক্তি সাধনে নিত্যসিদ্ধ গোপিকার রাগের অনুগমনের দ্বারাই সাধকের সাধন সিদ্ধ হইয়া সাক্ষাৎ রাগবতী গোপীপদবী লাভ হয়। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলে রাগবতী গোপীপদবীপ্রাপ্তারও অনুগতি আছে। সে স্থলে নিত্যসিদ্ধা গোপিকাই তাদৃশ গোপীপদবীপ্রাপ্তা রাগবতীদিগের সাক্ষাদনুগম্যা হয়েন। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, কি সাধকদশায়, কি প্রাপ্ত সাক্ষাৎ গোপীপদবীরূপ সিদ্ধ দশায়, ভক্তিতে আনুগত্য থাকে, আনুগত্যবিহীন ভক্তিই হয় না। সুতরাং সাধকের সাধনক্ষেত্রেও নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপরিকর শ্রীরাধা ললিতা শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি আনুগত্যের মূল পরমাশ্রয় হয়েন। শ্রীগুরু শ্রীবৈষ্ণবাদি যাহা সাধকের সাধনানুগত্যের আশ্রয়, তাহাও ঐ নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ পরিকরগণের আনুগত্যের পরম্পরাপ্রাপ্তানুগতির আশ্রয় হয়েন, স্বতন্ত্র আশ্রয় নহেন, ইহাই রাগানুগা ভক্তির রহস্য।

লব্ধসিদ্ধি রাগবতীগণ অনুগন্ত্রী হইয়া অনাদিকাল হইতেই অনুগম্যা নিত্যসিদ্ধ গোপিকা হইতে কিঞ্চিন্ন্যূনরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। নিত্যলীলার পরিকরগণের মধ্যেও অনুগম্যানুগন্তৃভাব আছে। সজাতীয় রতিবিশিষ্ট পরম মুখ্যমুখ্য লীলাপরিকরগণ, তদপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যূন রূপে বর্ত্তমান সজাতীয় রতিবিশিষ্ট লীলাপরিকরগণের স্বীয়রতির আশ্রয়ালম্বনরূপে রতির অনুগম্য হয়েন। আর তদপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যূনরূপে বর্ত্তমান লীলাপরিকর যাঁহারা, তাঁহারা সজাতীয় রত্যনুগত সাধকগণের রতির মুখ্যাশ্রয়ালম্বন রূপে অনুগম্য হইলেও পরম মুখ্য মুখ্য লীলাপরিকরের অনুগন্তা অর্থাৎ অনুগমনকারীই হয়েন ইহাই বুঝিতে হইবে।

ব্রজের নিত্যলীলায় পাঁচ প্রকার সখীভেদ দেখা যায়। তার মধ্যে নিজ নিজ বাসনানুসারে যূথেশ্বরী (শ্রীরাধা) এবং তাঁহার পরমান্তরঙ্গা সখীদিগের (ললিতাদি) আনুগত্যে যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সমস্নেহবতী সখী, তাঁহাদিগকে পরমপ্রেষ্ঠসখী বলা যায়। এই পরম প্রেষ্ঠা সখীদিগের অনুগামিনী যে সকল সখী, তাঁহাদিগকে প্রিয়সখী বলা যায়। আর যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণে অসমস্নেহা নিত্যসিদ্ধা গোপীদের মধ্যে শ্রীরাধিকাতে অধিক স্নেহবতী সখী, তাঁহাদিগকে প্রাণসখী বলা যায়। এই প্রাণসখীদের অনুগামিনী সখীসকল নিত্যসখী বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর শ্রীরাধাকৃষ্ণে অসমস্নেহা গোপীদের মধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে অধিক স্নেহবতী সখী, তাঁহাদিগকে সখী বলা যায়। ইঁহাদিগের অনুগামিনী কোন সখী নাই। পরমপ্রেষ্ঠসখী, তদনুগামিনী প্রিয়সখী, প্রাণসখী, তদনুগামিনী নিত্য-সখী, আর সখী, এই পাঁচ প্রকার সখীভেদ। ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণে স্নেহাধিকা সখীদিগের কোন অনুগামিনী না থাকায়, সখীদিগের মধ্যে ইঁহারা ন্যূনা।

প্রশ্ন—কেন কৃষ্ণস্নেহা সখীদিগের অনুগমন নাই? অর্থাৎ তাঁহাদের আনুগত্যে অনুগন্ত্রী কোন সখী নাই কেন?

উত্তর—রাগানুগীয় ভক্তমতে, যে গোপী অনুগম্যা হইবেন, অর্থাৎ যে সখীরূপা গোপীর অনুগত হইতে হইবে, সেই অনুগম্যা গোপীর অনুগত হইতে ইচ্ছা করিবেন যে গোপী, সেই অনুগমনেচ্ছাকারিণী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ হইতে অনল্প প্রীতিমত্তারূপে অনুগম্যা হইবেন। অর্থাৎ গোপী অনুগতি বলিতে—যিনি গোপীর অনুগতি লিপ্সু তিনি নিজ অনুগম্যা গোপীতে (যাঁহার অনুগমন করিবেন তাঁহাতে) শ্রীকৃষ্ণ হইতে অনল্প প্রীতিমান্ হইয়াই তাঁহার অনুগমন করিবেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে রাগানুগাভক্তি সিদ্ধ হইবে না। তাৎপর্য্যার্থ এই, যাঁহার আনুগত্যে রতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণে রতি বিধান করিতে হইবে, তাঁহাতে যদি রতির বিষয়ে যে রতি আছে তাহা হইতে ন্যূন প্রীতি হয়, তাহা হইলে, রাগানুগামার্গে আনুগত্যই সিদ্ধ হয় না। রাগানুগাভক্তিতে ইহাই বৈশিষ্ট্য যে যাঁহার কৃষ্ণ বিষয়ক রতির অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে রতি (প্রীতি) বিধান করিতে হইবে, তাঁহাতেও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি অপেক্ষা ন্যূন প্রীতি হইবে না। ন্যূন প্রীতি হইলে আনুগত্য সিদ্ধ হইবে না, বরং স্থলবিশেষে ভাববিশেষে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি হইতেও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিমূলক অধিক প্রীতি তাঁহাতে (অনুগম্যা) প্রকাশ পাইলে

ভক্তিরসের চমৎকারিতাই হইবে। তাই সাধক এবং সিদ্ধ উভয়ত্রই "মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা", "মদ্ভক্তপূজা মত্তোঽপ্যধিকা কার্য্যা" এই শ্রীভাগবতীয় বাক্য সুসঙ্গত হয়। নিত্যসিদ্ধে "তুল্যপ্রমাণকং প্রেম বহন্তোঽপি দ্বয়োরিমাঃ। রাধায়া বয়মিত্যুচ্চৈরভিমান মুপাশ্রিতাঃ॥ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যশ্চ প্রিয়সখ্যশ্চ তা মতাঃ।" অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়েতে সমান প্রেম বহন করিয়াও, আমরা শ্রীরাধিকারই, এই প্রকার অধিক অভিমান বহন করেন, তাঁহাদিগকে পরম প্রেষ্ঠ সখী, এবং তাঁহাদিগের অনুগত সখীদিগকে প্রিয়সখী বলা যায়। এইস্থলে শ্রীরাধাকৃষ্ণে সমান প্রীতিমতী হইয়াও লীলার বিশেষ বিশেষ স্থলে ভাববিশেষে শ্রীরাধাতে তাঁহাদিগের অধিক প্রীতি প্রকাশ পাইয়া রসের উল্লাসই হয়। আবার শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দেখিতে পাই,—"সঞ্চারী স্যাৎ সমোনা বা কৃষ্ণরতেঃ সুহৃদ্রতিঃ। অধিকা পুষ্যমানা চেদ্ ভাবোল্লাস ইতীর্য্যতে॥" অর্থাৎ যদি সুহৃদ্বিষয়া রতি কৃষ্ণরতির সমা বা ন্যূনা হয়, তাহা হইলে ঐ সুহৃদ্রতি সঞ্চারী ভাব নাম ধারণ করে, কেন না ঐ সুহৃদ্রতিও কৃষ্ণরতিমূলক হইয়া কৃষ্ণরতির পোষকই হয়। আর যদি ক্বচিৎ কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণরতি হইতেও অধিক হইয়া কৃষ্ণরতি কর্ত্তৃক ঐ সুহৃদ্রতি পুষ্যমানা হয়, তাহা হইলে ঐ সুহৃদ্রতিকে ভাবোল্লাস বলা যায়; তখন ঐ সুহৃদ্রতিকে সঞ্চারী ভাব (ব্যভিচারী ভাব) বা স্থায়ী ভাব বলা যায় না। সাধকের যথাবস্থিত সাধকদেহেও ভগবদ্ভক্তিভজনে শ্রীগুরুবৈষ্ণবই সুহৃৎ; এই গুরুবৈষ্ণবেও শ্রীকৃষ্ণভক্তির তুল্য ভক্তি করিতে হইবে। ইহা শাস্ত্রসম্মত। কৃষ্ণভক্তিমূলক গুরুবৈষ্ণব ভক্তি, যদি সময়বিশেষে শ্রীকৃষ্ণভক্তিভজন হইতে অধিক হইয়া, শ্রীকৃষ্ণভক্তি দ্বারা পুষ্যমানা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ভাবোল্লাসের ন্যায় ভজন ভক্তির উল্লাসই হয়। তাই "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" বলা হইয়াছে। শ্রীলঠাকুর নরোত্তম বলিতেছেন,—"শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তমা গতি, যে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশা।" আবার বলিতেছেন,—"শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হইল আমার। কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার॥" শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হইলে শ্রীকৃষ্ণ সেবা লাভ করা যায় না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

(অসম্পূর্ণ)